STOP ATROCITIES ON MINORITIES

পরিষদ বার্তা

বাংলাদেশ হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদ'র মুখপত্র

নভেম্বর ২০১৮
নবপর্যায় ৬৭
মূল্য ১০ টাকা

সাম্প্রদায়িক ও বিতর্কিত ব্যক্তিরাও মনোনয়ন পেয়েছেন

পরিষদ বার্তা'র সঙ্গে সাক্ষাৎকারে এ্যাড. রানা দাশগুপ্ত

॥ নিজস্ব বার্তা পরিবেশক ॥

বাংলাদেশ হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদের সাধারণ সম্পাদক এ্যাড. রানা দাশগুপ্ত বলেন, আমরা আশা করেছিলাম, ১৯৯১ সাল থেকে এ পর্যন্ত জনপ্রতিনিধি হয়ে ও থেকে যারা সংখ্যালঘু স্বার্থবিরোধী সাম্প্রদায়িক কর্মকাণ্ডে লিপ্ত ছিলেন, দলনির্বিশেষে এসব বিতর্কিত ব্যক্তিরা এবারের নির্বাচনে দল ও জোটের মনোনয়ন থেকে বাদ পড়বেন। কেউ কেউ বাদ পড়লেও বিতর্কিত ব্যক্তিদের বেশীর ভাগই বিভিন্ন দল ও জোট থেকে নির্বাচনে মনোনয়ন পেয়েছেন। এটা অত্যন্ত উদ্বেগজনক, সংখ্যালঘুদের মধ্যে এ নিয়ে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়েছে। এ্যাড. দাশগুপ্ত পরিষদ বার্তা'র সঙ্গে এক সাক্ষাৎকারে একথা বলেন। তিনি বলেন, এবারের সংসদ নির্বাচনের মধ্য দিয়ে মুক্তিযুদ্ধের চেতনার সরকার ও জাতীয় সংসদ গঠনের দাবিতে আমরা যেমনিভাবে সোচ্চার, একইভাবে রাজাকার, সাম্প্রদায়িক, স্বাধীনতাবিরোধী, সংখ্যালঘু নির্যাতনকারী ভূমিদস্যুদের কবল থেকে জাতীয় সংসদকে মুক্ত রাখার সংগ্রামে আমরা আপামর গণতন্ত্রকামী, মুক্তিকামী জনগণের মতোই অবিচল ও প্রতিজ্ঞাবদ্ধ।

রানা দাশগুপ্ত বলেন, আগামি ৩০ ডিসেম্বর একাদশ সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে। একে সামনে রেখে ইতোমধ্যে দেশের প্রধান সকল রাজনৈতিক দল ও জোট তাদের মনোনীত প্রার্থীদের নাম ঘোষণা করেছে। মনোনীত প্রার্থীদের নামের তালিকা থেকে দেখা যায়, আওয়ামী লীগ ২৬৪টি সংসদীয় আসনে ২৮১ জনকে প্রাথমিকভাবে মনোনয়ন দিয়েছে তার মধ্যে ধর্মীয়-জাতিগত সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের সংখ্যা ১৮। ১৪-দলীয় জোটের শরীক অন্য ১৩টি রাজনৈতিক দল থেকে কোন সংখ্যালঘুকে মনোনয়ন দেয়া হয় নি। জাতীয় পার্টি প্রাথমিকভাবে ২৩৩ আসনের মধ্যে ৪ জন সংখ্যালঘুকে মনোনয়ন দিয়েছে। বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল ২৯৫টি সংসদীয় আসনে ৬৯৬ জনকে প্রাথমিকভাবে মনোনয়ন দিয়েছে। এর মধ্যে ১২ জনকে প্রাথমিকভাবে মনোনয়ন দেয়া হয়েছে। তা ছাড়া জাতীয় ঐক্য ফ্রন্টের অন্য শরীক দলগুলো থেকে ৩ জন আছেন সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের। আমরা অংশীদারিত্বের গণতন্ত্র নিশ্চিত করার তাগিদে এ দেশের ধর্মীয়-জাতিগত সংখ্যালঘু জনগোষ্ঠীর পক্ষে বছরখানেক আগে থেকে জনসংখ্যার আনুপাতিক হারে সংসদে তাদের আনুপাতিক প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিত করার জন্যে এ দেশের সকল রাজনৈতিক দল ও জোটের কাছে দাবি জানিয়ে এসেছি। এ যাবৎ মনোনয়ন নিয়ে যে চিত্র পাওয়া যাচ্ছে, বলা যায়, অতীতের তুলনায় তা' দৃশ্যতঃ খানিকটা ইতিবাচক। আমরা আজকের এ দিনে দেশের রাজনৈতিক দল ও জোটসমূহের যে দৃষ্টিভঙ্গী লক্ষ্য করেছি তাকে স্বাগত জানাই। ঐক্য পরিষদ সাধারণ সম্পাদক বলেন, ইতোমধ্যে নানান দল ও জোট নির্বাচনী ইশতেহার প্রণয়ন করছে। ইশতেহারে ধর্মীয়-জাতিগত সংখ্যালঘুদের ক্ষমতায়ন ও প্রতিনিধিত্বশীলতা, সাংবিধানিক বৈষম্য বিলোপকরণ, সমঅধিকার ও সমমর্যাদা, স্বার্থবান্ধব আইন

পৃষ্ঠা ২

বাংলাদেশে মৌলবাদী দলগুলোকে থামাতে সরকারের প্রতি মার্কিন কংগ্রেসের আহ্বান

॥ বিশেষ প্রতিনিধি ॥

গণতন্ত্রের প্রতি হুমকি হয়ে ওঠা মৌলবাদী দলগুলোকে থামাতে বাংলাদেশের প্রতি আহ্বান জানিয়েছে মার্কিন কংগ্রেস। কংগ্রেসের এ সংক্রান্ত এক প্রস্তাবে মৌলবাদী দলগুলোকে দেশের স্থিতিশীলতা ও ধর্মনিরপেক্ষ গণতন্ত্রের প্রতি হুমকি হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়েছে।

প্রস্তাবটি উত্থাপন করেন কংগ্রেসম্যান জিম ব্যাঙ্কস। এতে তিনি সংখ্যালঘুদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা এবং শান্তিপূর্ণ নির্বাচনের জন্য সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বজায় রাখতে নির্বাচন কমিশনের অনুরোধে সাড়া দিতে সরকারের প্রতি আহ্বান জানান। ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের ওপর পুনরাবৃত্তিমূলক হামলা, ধর্মীয় অসহিষ্ণুতা বৃদ্ধি এবং জামায়াতে ইসলামি, হেফাজতে ইসলাম ও ইসলামি ছাত্রশিবিরসহ মৌলবাদী গোষ্ঠীগুলোর দ্বারা সৃষ্ট ক্রমবর্ধমান অস্থিতিশীলতা বাংলাদেশে যুক্তরাষ্ট্রের অর্থনৈতিক ও কৌশলগত স্বার্থ ক্ষুন্ন করে। প্রস্তাবে বলা হয়, বাংলাদেশে ইসলামি চরমপন্থার ক্রমবর্ধমান প্রবণতা জঙ্গিগোষ্ঠী আইএসপন্থী কার্যকলাপের সঙ্গে যুক্ত। এতে উল্লেখ করা হয়, জামায়াতে ইসলামি, হেফাজতে ইসলাম এবং অন্যান্য চরমপন্থী দলগুলো বাংলাদেশের স্থিতিশীলতা ও ধর্মনিরপেক্ষ গণতন্ত্রের জন্য হুমকি। ধর্মীয় সংখ্যালঘুরা সহিংসতার গুরুতর ঝুঁকিতে রয়েছে। প্রস্তাবে জামায়াতে ইসলামি, ইসলামি ছাত্রশিবির, হেফাজতে ইসলামসহ যেসব মৌলবাদী দল দেশের স্থিতিশীলতা ও ধর্মনিরপেক্ষ গণতন্ত্রের

পৃষ্ঠা ২

রাজাকার স্বাধীনতাবিরোধী ও সাম্প্রদায়িকতামুক্ত সংসদ চাই

॥ নিজস্ব বার্তা পরিবেশক ॥

বাংলাদেশ হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদ বলেছে, আগামি সংসদ নির্বাচনের মধ্য দিয়ে রাজাকার, স্বাধীনতাবিরোধী ও সাম্প্রদায়িকতামুক্ত জাতীয় সংসদ চাই যেখানে নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিরা প্রত্যক্ষে-পরোক্ষে নিপীড়কের ভূমিকা পালন করবেন না, সাম্প্রদায়িকতা ও মৌলবাদীতাকে লালন বা আশ্রয়-প্রশ্রয় দেবেন না, গণতান্ত্রিক অসাম্প্রদায়িক ধর্মনিরপেক্ষ বাংলাদেশ পুনঃপ্রতিষ্ঠায় জীবন উৎসর্গে কার্পণ্য করবেন না। রাজনীতিকে ব্যক্তিস্বার্থে ব্যবহার করবেন না।

গত ১৬ নভেম্বর জাতীয় প্রেস ক্লাবে

পৃষ্ঠা ৭

গোলটেবিল বৈঠকে নাগরিক সমাজের অভিমত

সংখ্যালঘুদের ওপর ধারাবাহিক সহিংসতা দেশের জন্য লজ্জার

।। নিজস্ব বার্তা পরিবেশক ।।

সংখ্যালঘুদের ওপর ধারাবাহিক নির্বাচনকেন্দ্রিক সংহিসতার ঘটনাকে দেশের জন্য লজ্জা ও কলঙ্কজনক আখ্যা দিয়ে এ পরিস্থিতির অবসান চেয়েছেন সচেতন নাগরিক সমাজ। তারা বলেন, এই সহিংসতার দায় ক্ষমতাসীন দলের ওপর যেমন বর্তায়, তেমনি বিরোধী দলও এর দায় এড়াতে পারে না। নাগরিক সমাজের ব্যক্তিরাও এ দায় এড়িয়ে নিজেদের সভ্য বা দায়িত্বশীল বলে দাবি করতে পারেন না। সংখ্যালঘুদের নিরাপত্তার সমস্যা শুধু সংখ্যালঘুদের সমস্যা নয়। এটি গুরুত্বপূর্ণ জাতীয় সমস্যা। তাই একে অবশ্যই সবাই মিলে অগ্রাধিকারের তালিকায় রেখে এর টেকসই সম্মানজনক সমাধান সুনিশ্চিত করার দাবি জানান তারা।

গত ১৭ নভেম্বর 'জাতীয় নির্বাচন : সংখ্যালঘুদের নিরাপত্তা' শীর্ষক গোলটেবিল আলোচনা সভায় বক্তারা এসব কথা বলেন। সিরডাপ মিলনায়তনে নাগরিক সমাজের ব্যানারে এই আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। মানবাধিকার কর্মী এ্যাড. সুলতানা কামালের সভাপতিত্বে সভায় মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন এএলআরডির নির্বাহী পরিচালক শামসুল হুদা। সূচনা বক্তব্য রাখেন বাংলাদেশ হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদের সাধারণ সম্পাদক এডভোকেট রানা দাশগুপ্ত। আলোচনায় অংশ নেন ঐক্য ন্যাপের সভাপতি

পৃষ্ঠা ২

ঐক্য পরিষদের জাতীয় উপদেষ্টা পরিষদ ও কেন্দ্রীয় কমিটির যৌথ বর্ধিত সভা

১২ শতাংশ ভোটারকে উপেক্ষা করে রাজনৈতিক ক্ষমতায়ন ও মুক্তিযুদ্ধের বাংলাদেশ বিনির্মাণ সম্ভব নয়

।। নিজস্ব বার্তা পরিবেশক ।।

৯ নভেম্বর, শুক্রবার ঢাকায় ইঞ্জিনিয়ার্স ইন্সটিটিউশনের সেমিনার কক্ষে বাংলাদেশ হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদের জাতীয় উপদেষ্টা পরিষদ ও কেন্দ্রীয় কমিটির যৌথ বর্ধিত সভায় সাম্প্রদায়িক সকল সহিংসতার বিরুদ্ধে কেন্দ্র থেকে তৃণমূল পর্যন্ত সকল স্তরে আন্দোলনের কর্মসূচি গ্রহণ করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। এছাড়া সাম্প্রদায়িক ঘটনা মনিটারিং করার জন্য একটি মনিটরিং সেলও গঠন করা হয়। সভায় সংগঠনের সভাপতিমন্ডলীর অন্যতম সদস্য ড. নিম চন্দ্র ভৌমিক সভাপতিত্বে করেন।

সভার শুরুতে শোকপ্রস্তাব পাঠ করেন বিপ্লব কুমার দে। এরপর দাঁড়িয়ে এক মিনিট নীরবতা পালন করা হয়। অতঃপর

বিগত ৮ নভেম্বর ২০১৭ তারিখে

পৃষ্ঠা ৬

গোলটেবিল আলোচনায় বিশিষ্ট জনেরা

ছবি : পরিষদ বার্তা

মার্কিন কংগ্রেসের আহ্বান

প্রথম পৃষ্ঠার পর

প্রতি হুমকিস্বরূপ তাদের থামাতে বাংলাদেশ সরকারের প্রতি আহ্বান জানানো হয়েছে। মার্কিন পররাষ্ট্র দফতর এবং যুক্তরাষ্ট্রের আন্তর্জাতিক উন্নয়ন সংস্থা ইউএসএআইডি'র প্রতি আহ্বান জানানো হয়েছে, তারাও যেন জামায়াতে ইসলামি, ইসলামি ছাত্রশিবির ও হেফাজতে ইসলামের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সব অংশীদারিত্ব ও অর্থায়ন বন্ধ করে।

তবে রোহিঙ্গা শরণার্থীদের আশ্রয় দেওয়ায় বাংলাদেশের প্রশংসা করে বলা হয়, মায়ানমারের ধর্মীয় ও রাজনৈতিক নিপীড়ন থেকে বাঁচতে বাংলাদেশে আশ্রয় নিয়েছে আট লাখ রোহিঙ্গা মুসলিম। তাদের নিরাপদে ও স্বেছায় দেশে ফেরার ক্ষেত্রে বাংলাদেশ একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে।

প্রস্তাবে বলা হয়, বিগত নির্বাচনগুলোতে ধর্মীয় সংখ্যালঘুরা বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি), জামায়াতে ইসলামি ও ইসলামি ছাত্রশিবিরের হামলা ও নির্যাতনের লক্ষ্যবস্তুতে পরিণত হয়েছে। বাংলাদেশ হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদের মতে, এসব ঘটনায় হিন্দুদের বাড়িঘর ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে, ৫৮৫টি দোকানে হামলা বা লুটপাট করা হয়েছে, ২০১৩ সালের নভেম্বর থেকে ২০১৪ সালের জানুয়ারির মধ্যে ১৬৯টি মন্দির ভাঙচুর করা হয়েছে। এই প্রস্তাবটি যুক্তরাষ্ট্রের হাউস কমিটি অন ফরেন অ্যাফেয়ার্সে পাঠানো হয়েছে।

কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের টেলিসংলাপ

অষ্টম পৃষ্ঠার পর

সুপারিশ ব্যক্ত করেন। টেলিসংলাপে এ ধরনের আলোচনা অব্যাহত রাখার উপর জোর গুরুত্ব আরোপ করে তারা বলেছেন, এতে দেশে-বিদেশে সাংগঠনিক কর্মকান্ড পরিচালনায় তা যথার্থ ভূমিকা পালন করবে।

এই টেলিসংলাপকালে বাংলাদেশ হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদের সাধারণ সম্পাদক ছাড়াও সংগঠনের কেন্দ্রীয় সভাপতিমন্ডলীর সদস্য কাজল দেবনাথ, মিলন কান্তি দত্ত, সাংগঠনিক সম্পাদক এ্যাডভোকেট দিপংকর ঘোষ, সহ-সম্পাদক এ্যাডভোকেট তপোগোপাল ঘোষ ও বাংলাদেশ যুব ঐক্য পরিষদের সহ-সভাপতি বলরাম বাহাদুর উপস্থিত ছিলেন। অন্যদিকে বৈদেশিক শাখাসমূহের নেতৃবৃন্দের মধ্যে ছিলেন– সংগঠনের মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র শাখার চেয়ারম্যান এ্যাটর্নি অশোক কর্মকার, সাধারণ সম্পাদক স্বপন দাস, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক পার্থ তালুকদার, সাংগঠনিক সম্পাদক বরুণ পাল, কানাডা শাখার উপদেষ্টা ড. অনুরাধা বোস, অজয় দাস, সভাপতি অলোক কুমার চৌধুরী, কার্যকরী পরিচালক কিরীট সিংহ রায়, অমর চক্রবর্তী, ইউরোপীয় ইউনিয়ন শাখার সভাপতি অমরেন্দ্র রায়, সাধারণ সম্পাদক সলিসিটর সমীর কুমার দাস, অন্যতম সভাপতি সৌমেন বড়ুয়া লিটন, যুক্তরাজ্য শাখার উপদেষ্টা ব্যারিস্টার স্বপন মজুমদার, সাধারণ সম্পাদক ড. শিপ্রা দাস, সাংগঠনিক সম্পাদক অধ্যাপক তারাপদ সরকার, সুইজারল্যান্ড শাখার সভাপতি পলাশ বড়ুয়া, জার্মানী শাখার সমন্বয়কারী বিমল মজুমদার, আয়ারল্যান্ড শাখার সভাপতি সমীর ধর, নরওয়ে শাখার সমন্বয়কারী শ্যামল মন্ডল, ইতালী শাখার সমন্বয়কারী হারু ঘোষ, জাপান শাখার সমন্বয়কারী সুখেন ব্রহ্ম।

টেলিসংলাপে পলাশ বড়ুয়া সংখ্যালঘু নির্যাতন প্রতিরোধে কেন সরকার জিরো টলারেন্স গ্রহণ করছে না সে ব্যাপারে জানতে চান। ড. অনুরাধা বোস বৈদেশিক শাখাসমূহের করণীয় নির্বাচনের পূর্বাপর সময়ে কি হওয়া উচিত সে ব্যাপারে পরামর্শ চান। এ্যাটর্নি অশোক কর্মকার বাংলাদেশের সাম্প্রদায়িক সহিংসতা বিষয়ে গবেষণা সেল গঠনের ব্যাপারে মত ব্যক্ত করেন। কিরীট সিংহ রায় সম্প্রতি অনুষ্ঠিত বর্ধিত সভায় পঠিত সাধারণ সম্পাদকের প্রতিবেদন ও এতদ্‌সংক্রান্ত সিদ্ধান্ত বৈদেশিক শাখাসমূহের কাছে অনতিবিলম্বে প্রেরণের অনুরোধ করেন। অমরেন্দ্র রায় বলেন, সংখ্যালঘুদের স্বার্থ ও অধিকার নিশ্চিতের পদক্ষেপ মাননীয় প্রধানমন্ত্রী গ্রহণ করতে পারেন। সলিসিটর সমীর দাস সংগঠনের ওয়েবসাইট আপ টু ডেট করা এবং হট লাইন চালুর পরামর্শ দেন। অনতিবিলম্বে নির্বাচন কমিশনের সাথে সাক্ষাতেরও পরামর্শ দেওয়া হয়।

সাম্প্রদায়িক ও বিতর্কিত ব্যক্তিরাও

প্রথম পৃষ্ঠার পর

বাস্তবায়ন ও প্রণয়ন, শিক্ষাব্যবস্থার বৈষম্য নিরসন, দায়মুক্তির সংস্কৃতি থেকে উত্তরণ ও মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় সাম্প্রদায়িকতা, ধর্মান্ধতা ও সন্ত্রাসমুক্ত বাংলাদেশ গঠনে সুস্পষ্ট প্রতিশ্রুতি ব্যক্ত করা ছাড়াও সংখ্যালঘু মন্ত্রণালয় ও জাতীয় সংখ্যালঘু কমিশন গঠন, সংখ্যালঘু সুরক্ষা আইন প্রণয়ন, অর্পিত সম্পত্তি প্রত্যর্পণ আইনের যথাযথ বাস্তবায়ন, সমতলের আদিবাসীদের জন্য ভূমি কমিশন গঠন, বর্ণবৈষম্য বিলোপ আইন প্রণয়ন এবং পার্বত্য ভূমিবিরোধ নিষ্পত্তিকরণ আইনের বাস্তবায়নসহ পার্বত্য শান্তি চুক্তির পূর্ণ বাস্তবায়নের অঙ্গীকার ঘোষণার জন্য তিনি রাজনৈতিক জোট ও দলসমূহের প্রতি আহ্বান জানান।

সংখ্যালঘুদের ওপর ধারাবাহিক সহিংসতা দেশের জন্য লজ্জার

প্রথম পৃষ্ঠার পর

পঙ্কজ ভট্টাচার্য, মানবাধিকার কর্মী সুলতানা কামাল ও খুশী কবির, দৈনিক ভোরের কাগজ সম্পাদক শ্যামল দত্ত, নারী সাংবাদিক কেন্দ্রের সভাপতি নাসিমুন আর হক, সুপ্রিম কোর্টের সিনিয়র আইনজীবী এ্যাড. তবারক হোসেইন, বাংলাদেশ সমাজতান্ত্রিক দলের সাধারণ সম্পাদক খালেকুজ্জামান, ঐক্য পরিষদের নেতা কাজল দেবনাথ প্রমুখ। এ ছাড়া সুপ্রিম কোর্টের আইনজীবী ড. মোহাম্মদ শাহজাহান, এ্যাড. বিনয় কুমার ঘোষ, মানবাধিকার সংগঠক আসিফ ইকবাল, বাংলাদেশ হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদের ঠাকুরগাঁও জেলা শাখার সদস্য সচিব দীপক কুমার রায় বক্তব্য রাখেন।

মানবাধিকার কর্মী শামসুল হুদা মূল প্রবন্ধে নির্বাচনকেন্দ্রিক নির্যাতন ও হয়রানি থেকে সংখ্যালঘুদের সুরক্ষা এবং তাদের নিরাপত্তার জন্য দশটি দাবি জানান। এসব দাবি ও সুপারিশের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো– সহিংসতা প্রতিরোধে পুলিশ ও প্রশাসনকে প্রয়োজনে বিশেষ টাস্কফোর্স গঠনের মাধ্যমে আগাম ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে, অতীতে নির্যাতনের যেসব ঘটনা ঘটেছে তার সুষ্ঠু, স্বচ্ছ ও দ্রুত তদন্ত সম্পন্ন করে দোষী ব্যক্তিদের চিহ্নিত করে বিচার নিশ্চিত করতে হবে, নির্বাচনে ধর্ম ও সাম্প্রদায়িকতার ব্যবহার নিষিদ্ধ করতে হবে, সকল দলের নির্বাচনী ইশতেহারে সংখ্যালঘুদের নাগরিক স্বার্থ ও নিরাপত্তা নিশ্চিতকল্পে সুস্পষ্ট অঙ্গীকার ব্যক্ত করতে হবে এবং তার বাস্তবায়ন করতে হবে।

সুলতানা কামাল বলেন, সংখ্যালঘুদের নির্বিঘ্নে ভোটাধিকার প্রয়োগে প্রশাসনকে আরো দায়িত্বশীল হতে হবে। নির্বাচন যখন চলে এবং নির্বাচন পরবর্তী সময়ে সংখ্যালঘু জনগণের ওপর নির্যাতনের মাত্রাটা অনেক বেশি বেড়ে যায়। সেটার একটা সাংঘাতিক রকমের প্রকট রূপ আমরা দেখতে পাই। প্রশাসন এবং পুলিশ যদি নিরপেক্ষ না হয়, প্রতিটি মানুষের সমঅধিকারে বিশ্বাসী মনোভাব নিয়ে এ কাজগুলো সমাধা করার চেষ্টা না করে, তাহলে আমরা আশা করতে পারি না যে সংখ্যালঘু সম্প্রদায় তাদের ভোটের অধিকার নিরাপদভাবে, সহজভাবে প্রয়োগ করতে পারবে।

তিনি বলেন, ব্লাসফেমি আইন এ দেশে না থাকলেও ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাত হানার অজুহাতসহ বিভিন্ন অজুহাতে রাষ্ট্র ব্লাসফেমি আইনের চর্চা করছে। রাষ্ট্রীয়ভাবে যেখানে শূন্য সহনশীল হওয়ার কথা সাম্প্রদায়িক হামলাকারী, নারী নির্যাতনকারী ও সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ সৃষ্টিকারীদের প্রতি আজ তার বিপরীতে রাষ্ট্রের শূন্য সহনশীল অবস্থান হয়ে গেছে মুক্তবুদ্ধির প্রতি। এ অবস্থায় দেশের সংখ্যালঘুদের অবস্থা যে করুণ তা আর বলার অপেক্ষা রাখে না।

রানা দাশগুপ্ত বলেন, সংখ্যালঘুরা স্বইচ্ছায় দেশ ত্যাগ করে না। রাষ্ট্র এবং রাজনীতি তাদের নিরাপত্তা দিতে ব্যর্থ হয় বলেই তারা দেশ ত্যাগ করে। সাম্প্রদায়িক সহিংসতা করে দেশকে সংখ্যালঘু শূন্য করলে এর জন্য বাংলাদেশকে কঠিন পরীক্ষার মুখোমুখি হতে হবে। আসন্ন জাতীয় নির্বাচনে আমরা সংখ্যালঘুদের ওপর কোনো সহিংসতা দেখতে চাই না। বিভিন্ন সময় নির্বাচনকালীন সহিংস ঘটনার কথা উল্লেখ করে তিনি বলেন, 'বাবা, আমার মেয়েটা ছোট। তোমরা সবাই একসঙ্গে এসো না। একজন একজন করে এসো....' কোনো মায়ের এমন আর্তি আর শুনতে চাই না।

সংখ্যালঘুদের ওপর হামলা নির্যাতনের ক্ষেত্রে রক্ষক ও ত্রাতার ভূমিকার বদলে রাষ্ট্র নিজেই নিপীড়ক কিংবা পৃষ্ঠপোষকের ভূমিকা পালন করেছে উল্লেখ করে পঙ্কজ ভট্টাচার্য বলেন, যেভাবে বিচারহীনতার মধ্য দিয়ে দায়মুক্তির উদাহরণ তৈরি করা হচ্ছে তাতে অভয়নগর, নাসিরনগর, ঠাকুরপাড়া, কর্ণাইয়ের মতো হামলা নির্যাতনের ঘটনা ঘটতে থাকবে। সংবিধানকে ধর্মীয় মোড়কে আবদ্ধ করা হয়েছে। ধর্মীয় ও জাতিগত সংখ্যালঘুরা বিজাতীয় বিরাষ্ট্রীয়করণের শিকার হচ্ছে।

খুশী কবীর বলেন, মার্কা বা দল নয় প্রার্থীকে দেখে ভোট দেয়ার সময় এসেছে। যে সব প্রার্থী সংখ্যালঘুর ওপর নির্যাতন করেছে তাদের বয়কট করতে হবে। ১৯৭১ সালের আওয়ামী লীগ আর ২০১৮ সালের আওয়ামী লীগ এক নয়। যদি তারা নিজেদের সেই দাবি করেন তাহলে ২০১৮ সালের নির্বাচনে তাদের সেই প্রমাণ দিতে হবে। সংখ্যালঘুরা আমাদের দেশের অস্তিত্বের সঙ্গে জড়িত। অথচ ধর্মীয় ও জাতিগত কারণে তাদের উপেক্ষা ও নির্যাতন করা হচ্ছে।

শ্যামল দত্ত বলেন, এ দেশে গাছের জন্য, নদীর পানি দূষণের জন্য কাঁদার লোক আছে। কিন্তু গুটিকয়েক সচেতন মানুষ ছাড়া সংখ্যালঘুদের জন্য কাঁদার লোক নেই। সংখ্যালঘুদের অধিকার আদায়ের জন্য রাজনৈতিক ক্ষমতায়ন প্রয়োজন, প্রয়োজনে সংখ্যালঘুদের আলাদা দল করারও সুপারিশ করেন তিনি।

খালেকুজ্জামান শিক্ষা ব্যবস্থাকে সাম্প্রদায়িকতা মুক্ত করার ওপর গুরুত্বারোপ করে বলেন, ধর্ম শিক্ষার নামে এ দেশে প্রকৃত ধর্ম শিক্ষা থেকে শিক্ষার্থীদের বিচ্যুত করা হয়েছে।

পূজা উদযাপন পরিষদ নেতা কাজল দেবনাথ নির্বাচন কমিশনে প্রার্থিতা দাখিলের সময় যাতে 'আমি সংখ্যালঘুদের ওপর নির্যাতন করবো না' এমন অঙ্গীকারনামা সবাই পূরণ করেন তার জন্য ব্যবস্থা নিতে নির্বাচন কমিশনের কাছে দাবি জানান।

সংখ্যালঘুদের ওপর হামলা-নির্যাতনকারীদের মনোনয়ন না দেওয়ার আহ্বান

অষ্টম পৃষ্ঠার পর

করবেন না। তিনি বলেন, নির্বাচনের সময় সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের ওপর হামলা হয়, এ ব্যাপারে উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন তারা। নির্যাতন প্রতিরোধে সরকার ও ইসিকে সতর্ক থাকার পরামর্শ দেওয়া হয় বৈঠকে।

বৈঠকে সভাপতিত্ব করেন ১৪ দলের মুখপাত্র ও স্বাস্থ্যমন্ত্রী মোহাম্মদ নাসিম। উপস্থিত ছিলেন নৌপরিবহনমন্ত্রী শাহজাহান খান, সেক্টর কমান্ডাস্ ফোরামের নেতা, সাবেক সেনাপ্রধান মেজর জেনারেল (অব.) এ কে এম সফিউল্লাহ বীর উত্তম, মুক্তিযোদ্ধা সংসদের সভাপতি মেজর জেনারেল (অব.) হেলাল মোর্শেদ বীর বিক্রম, জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দলের (জাসদ) সাধারণ সম্পাদক শিরীন আকতার, আওয়ামী লীগের সাংগঠনিক সম্পাদক খালিদ মাহমুদ চৌধুরী প্রমুখ। ঐক্য পরিষদের নেতৃবৃন্দের মধ্যে আরও ছিলেন হিউবার্ট গোমেজ, অধ্যাপক ড. নিমচন্দ্র ভৌমিক, কাজল দেবনাথ, বাসুদেব ধর, মিলন কুমার দত্ত, নির্মল রোজারিও, মনীন্দ্র কুমার নাথ, জয়ন্ত কুমার দেব, এ্যাড. তাপস কুমার পাল, এ্যাড. কিশোর রঞ্জন মণ্ডল, এ্যাড. শ্যামল কুমার রায়।

বৈঠকশেষে এক সংবাদ সম্মেলনে ১৪ দলের মুখপাত্র ও আওয়ামী লীগ সভাপতিমণ্ডলীর সদস্য স্বাস্থ্যমন্ত্রী মোহাম্মদ নাসিম বলেন, যখনই দেশে নির্বাচন আসে, তখনই একটি অপশক্তি দেশের সংখ্যালঘুদের ভয়ভীতি দেখানোর চেষ্টা করে। অনেক সময় আঘাত করার চেষ্টা করে। এ ব্যাপারে নির্বাচন কমিশন ও আইনশৃঙ্খলা বাহিনীকে ব্যবস্থা নেয়ার আহ্বান জানিয়ে তিনি বলেন, নির্বাচনী প্রক্রিয়া যেহেতু শুরু হয়ে গেছে, এখন থেকে সংখ্যালঘু ভাই-বোনদের নিরাপত্তা দিতে আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীকে বলা হয়েছে। নির্বাচনের সময়, নির্বাচনের পরে সংখ্যালঘুদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে হবে। এ ব্যাপারে কোন গাফিলতি সহ্য করা হবে না। তিনি বলেন, অতীতে আমরা দেখেছি নির্বাচনকে সামনে রেখে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়কে নানারকম ভয়ভীতি দেখানো হয়। এই কাজ কারা করে তা আপনারা সকলেই জানেন।

লক্ষ্য করুন

বাংলাদেশ হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদের মাসিক মুখপত্র 'পরিষদ বার্তা' ২০১৩ সালের মে মাস থেকে বর্তমান আঙ্গিকে প্রকাশিত হচ্ছে। দেশের বিভিন্ন জেলায় তার কপি বিক্রয়ের জন্যে পাঠানো হচ্ছে। বিক্রয়লব্ধ অর্থ 'বিকাশ' একাউন্ট নম্বর-০১৭৫২-০৩৫৪৫৩ (কেন্দ্রীয় কমিটির যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক মনীন্দ্র কুমার নাথ) যোগে যথাসময়ে পাঠানোর জন্যে জেলা সংগঠনসমূহের সংশ্লিষ্ট সভাপতি/সাধারণ সম্পাদককে অনুরোধ জানানো হচ্ছে। ইতিপূর্বে যে বিকাশ নম্বরে টাকা পাঠানো হতো এখন তাদের অনুরোধ করা হচ্ছে নতুন নম্বরটি ব্যবহার করার জন্য।

কেউ কেউ পত্রিকার কপি বাড়ানোর জন্য অনুরোধ করছেন। আমরা এই অনুরোধ রক্ষার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা চালাচ্ছি। তবে একই সঙ্গে লক্ষ্য রাখা প্রয়োজন যাতে মুল্য বকেয়া না থাকে।

এ ছাড়া বাংলাদেশ হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদের মাসিক মুখপত্র 'পরিষদ বার্তা'র ই-মেইল ঠিকানা **parishadbarta@gmail.com**-এ সব খবর, প্রবন্ধ-নিবন্ধ, মতামত, প্রেস বিজ্ঞপ্তি, অভিযোগ সম্বলিত চিঠিপত্র ও ছবি এই মেইলে পাঠানোর জন্য পরিষদের সকল জেলা উপজেলা শাখা, বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান ও মানবাধিকার সংগঠনসমূহকে অনুরোধ জানানো হয়েছে। কিন্তু লক্ষ্য করা যাচ্ছে এই ই-মেইলে ঐক্য পরিষদ, অঙ্গসংগঠন এবং সাম্প্রদায়িক হামলা ও নির্যাতন নিপীড়নের খবর ছাড়াও এলাকার সমস্ত রাজনৈতিক সংগঠন ও সামাজিক সংগঠনগুলোর খবরও পাঠানো হচ্ছে। এর ফলে প্রতিদিনই কয়েক'শ বার্তা এই ই-মেইলে জমা হয়, যেখান থেকে সংশ্লিষ্ট খবরটি বাছাই করা অত্যন্ত কষ্টসাধ্য হয়ে দাঁড়াচ্ছে। এই বিষয়টির প্রতি লক্ষ্য রাখার জন্য সবিনয়ে অনুরোধ জানাচ্ছি।

সম্পাদক, পরিষদ বার্তা

সিলেটে হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদের বিভাগীয় প্রতিনিধি সভায় বক্তব্য রাখছেন এ্যাড. রানা দাশগুপ্ত ছবি : পরিষদ বার্তা

সিলেটে হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদের সভায় রানা দাশগুপ্ত

নির্বাচন কারো কাছে উৎসবের, কারো কাছে বিপদের বার্তা নিয়ে আসে

॥ সিলেট প্রতিনিধি ॥

বাংলাদেশ হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদের সাধারণ সম্পাদক এ্যাড. রানা দাশগুপ্ত বলেছেন, আসন্ন নির্বাচনের মধ্য দিয়ে বাংলাদেশ এক ক্রান্তিকাল অতিক্রম করছে। এই নির্বাচন কারো কারো কাছে উৎসবের আমেজ নিয়ে এলেও, কারো কারো কাছে বিপদের বার্তা নিয়ে আসে। এ থেকে পরিত্রাণ পেতে বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশন, সরকার ও আইনশৃঙ্খলা বাহিনীকে দায়িত্ব নিতে হবে।

গত ২৩ নভেম্বর দুপুরে সিলেট জেলা পরিষদ মিলনায়তনে বাংলাদেশ হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদ সিলেট বিভাগীয় প্রতিনিধি সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখতে গিয়ে একথা বলেন রানা দাশগুপ্ত। সিলেট বিভাগীয় সমন্বয় কমিটির সভাপতি এ্যাড. মৃত্যুঞ্জয় ধর ভোলার সভাপতিত্বে ও সাধারণ সম্পাদক প্রদীপ কুমার দেবের পরিচালনায় আয়োজিত বিভাগীয় প্রতিনিধি সভায় তিনি আরো বলেন, ৭১ সালে আমরা বাঙালি হিসেবে স্বাধীনতার জন্য লড়াই করেছি। ৪৮ বছর পর যে বৈপরীত্য দেখছি এতে ভবিষ্যতের বাংলাদেশকে কোন দিকে নিয়ে যাবে তা বলার সময় এখনও আসেনি। আমরা সংখ্যালঘুরা মুক্তিযুদ্ধের চেতনা লালন করি। দেশের স্বাধীনতার ইশতেহারে বলা হয়েছিল, দেশের সকল নাগরিকের সামাজিক মর্যাদা প্রতিষ্ঠিত হবে। আজকের বাংলাদেশ মুক্তিযুদ্ধের বাংলাদেশ নয়, বঙ্গবন্ধুর বাংলাদেশও নয় উল্লেখ করে তিনি মুক্তিযুদ্ধের বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠা করতে সকলের প্রতি আহ্বান জানান।

তিনি বলেন, এদেশের সংখ্যালঘুরা অগ্রগতি ও প্রগতির ধারার বাইরে গিয়ে অপশক্তির বিরুদ্ধে আপোষ করবে না। সংগঠনের ৭ দলা ও ৫ দফা দাবি আদায়ের লক্ষ্যে আয়োজিত সমাবেশে তিনি আরো বলেন, জাতীয় সংসদ নির্বাচনে আগামিতে সংখ্যালঘুদের জন্য অন্তত ৬০টি আসন বরাদ্দ ও সংখ্যালঘুদের বিরুদ্ধে অবস্থানকারী সংসদ সদস্যদের আসন্ন সংসদে মনোনয়ন না দেওয়ার জন্য রাজনৈতিক দলগুলোর প্রতি দাবি জানান তিনি।

রানা দাশগুপ্ত বলেন, মুক্তিযুদ্ধের চেতনা, মূল্যবোধ, প্রতিষ্ঠার লড়াইয়ে বিচ্যুত হওয়া যাবে না। এটা আমাদের চেতনার লড়াই। সমঅধিকার ও সমমর্যাদা প্রতিষ্ঠার জন্য সবাইকে একযোগে কাজ করতে হবে। সাম্প্রদায়িক শক্তির বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তুলতে দেশের প্রগতিশীল রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দকে ঐক্যবদ্ধ করে প্রতিরোধ গড়ে তুলতে নেতাকর্মীদের প্রতি আহ্বান জানিয়ে বেশ কিছু নির্দেশনা দেন তিনি।

বিশেষ অতিথির বক্তব্য হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদের কেন্দ্রীয় যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক জয়ন্ত কুমার দেব বলেন, নির্বাচনকে কেন্দ্র করে দেশে সংখ্যালঘুদের উপর নির্যাতন-নিপীড়ন আর হতে দেওয়া হবে না। তিনি জমি-বাড়ি ও মন্দির দখলকারীদের ভোট না দেওয়ার আহ্বান জানিয়ে বলেন, ধর্ম-নিরপেক্ষ অসম্প্রদায়িক মানুষকে আপনারা মনোনয়ন দিন। সংখ্যালঘুদের উপর নির্যাতন হলে আমরা এর বিরুদ্ধে শুধু প্রতিবাদ নয়, এবার প্রতিরোধ গড়ে তুলবো। ৭৫'র পর যে সাম্প্রদায়িক গোষ্ঠীর উত্থান হয়েছে এ দেশে তাদেরকে সংখ্যালঘুরা ভোট দেবে না বলেও উল্লেখ করেন তিনি। সভায় স্বাগত বক্তব্য রাখেন হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদের সিলেট জেলা শাখার সাধারণ সম্পাদক এ্যাড. প্রদীপ ভট্টাচার্য।

আরও বক্তব্য রাখেন হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদের কেন্দ্রীয় উপদেষ্টা বিরাজ মাধব চক্রবর্তী,জেলা মুক্তিযোদ্ধা কমান্ডার সুব্রত চক্রবর্তী জুয়েল, দীপক ঘোষ,আশু রঞ্জন দাস, এ্যাড. মুরলী ধর, নিরেশ দাস, এ্যাড. বিশ্বজিত চক্রবর্তী,রামেন্দ্র বড়ুয়া, এ্যাড. নিরঞ্জন দে, রজত কান্তি গুপ্ত, উত্তম দত্ত, সুমন ভট্টাচার্য্য, চয়ন পাল, শ্যামল দাস, ইউপি চেয়ারম্যান নকূল চন্দ্র দাস, মুক্তিযোদ্ধা সুবলচন্দ্র পাল, নিরঞ্জন দেব, উত্তম কুমার পাল, ডা. পবিত্র বণিক, জুড়ি উপজেলা ভাইস চেয়ারম্যান কিশোর রায় চৌধুরী,রাজিব রায়, হাজং চ্যাটার্জী, অনুপম পুরকায়স্থ, এ্যাড. অনুপ কুমার ধর, ডিডি রুমু, রেফান্স ফিলিপ বিশ্বাস প্রমুখ।

পবিত্র গীতা পাঠ করেন বিবেকানন্দ সমাজপতি,বাইবেল পাঠ করেন পিস্টার ফিলিপ সমাদ্দার ও ত্রিপিটক পাঠ করেন রামেন্দ্র বড়ুয়া।

সংখ্যালঘুদের নিরাপত্তা আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারীদের সজাগ থাকতে হবে

চতুর্থ পৃষ্ঠার পর

কাছে খবর আসছে বলে সংগঠনটির সাধারণ সম্পাদক গতকাল টেলিফোনে প্রথম আলোর কাছে উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন। যাঁরা দেশত্যাগ করছেন, তাঁরা নির্বাচনের ফলাফল জানার পর সিদ্ধান্ত নেবেন, তাঁরা দেশে ফিরবেন কি ফিরবেন না।

রানা দাশগুপ্তর বক্তব্য থেকে উপলব্ধি করা যাচ্ছে' নির্বাচন সামনে রেখে দেশের সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মানুষের মনের অবস্থা কী। বিষয়টি সরকার, নির্বাচন কমিশন, আইনশৃঙ্খলা রাকারী কর্তৃপক্ষ এবং সব রাজনৈতিক দলের নেতাদের গুরুত্বের সঙ্গে আমলে নেওয়া একান্ত প্রয়োজন। নির্বাচন কমিশন স্বাধীন প্রতিষ্ঠান হলেও এবং নির্বাচনকালে সরকারের পক্ষ থেকে তার সব ধরনের সহযোগিতা পাওয়ার কথা থাকলেও আইনশৃঙ্খলা নিয়ন্ত্রণ ও জননিরাপত্তা নিশ্চিত করার গুরুদায়িত্ব সরকারের হাতেই থেকে যায়। তাই নির্বাচনকালীন সরকারি প্রশাসন, বিশেষত পুলিশসহ অন্যান্য নিরাপত্তা বাহিনীর ভূমিকা বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ। রাষ্ট্রক্ষমতা পরিবর্তনের ওপর সরকারি প্রশাসনের দায়িত্ব-কর্তব্য কোনোভাবেই নির্ভরশীল হওয়া উচিত নয়; সরকার-নির্বিশেষে সব সময়ে সব জাতিগোষ্ঠী ও সম্প্রদায়ের মানুষের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী কর্তৃপক্ষের অপরিবর্তনীয় দায়িত্ব। নির্বাচনের আগে ও পরে সংখ্যালঘুদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে রাজনৈতিক দলগুলোরও বিরাট দায়িত্ব রয়েছে; তাদের উচিত সংখালঘুদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে নিজ নিজ নেতা-কর্মীদের প্রতি নির্দেশনা পাঠানো। ২০০১ সালের নির্বাচন-পরবর্তী সংখ্যালঘু নির্যাতনের পুনরাবৃত্তি অবশ্যই ঠেকাতে হবে।

২৪ নভেম্বর, ২০১৮

রাজাকার স্বাধীনতাবিরোধী ও সাম্প্রদায়িকতামুক্ত সংসদ চাই

সপ্তম পৃষ্ঠার পর

তাদের সংখ্যালঘুদের ভোটদান সম্ভব হবে বলে মনে হয় না। আমরা আশা করি, রাজনীতি দেশপ্রেমিক, গণতান্ত্রিক রাজনীতিবিদদের কাছে ফিরিয়ে আনার জন্যে সকল রাজনৈতিক দল ও জোট এ সুযোগকে কাজে লাগাবেন। এছাড়া আগামি সংসদে জনসংখ্যার আনুপাতিক হারে সংখ্যালঘু-আদিবাসী জনগোষ্ঠীর অংশীদারিত্ব-প্রতিনিধিত্ব যাতে নিশ্চিত হয় তজ্জন্যে রাজনৈতিক দল ও জোটসমূহের প্রতি উদাত্ত আহ্বান জানাই। তাদের নির্বাচনী ইশতেহারে সংখ্যালঘুদের ক্ষমতায়ন ও প্রতিনিধিত্বশীলতা, সাংবিধানিক বৈষম্য বিলোপকরণ, সম-অধিকার ও সম-মর্যাদা প্রতিষ্ঠা, স্বার্থবান্ধব আইন প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন, শিক্ষাব্যবস্থার বৈষম্য নিরসন, দায়মুক্তির সংস্কৃতি থেকে উত্তরণ এবং মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় সাম্প্রদায়িকতা, ধর্মান্ধতা, সন্ত্রাসমুক্ত বাংলাদেশ পুনঃপ্রতিষ্ঠায় সুস্পষ্ট প্রতিশ্রুতি দানের পৃষ্ঠা ৬

পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির সংবাদ সম্মেলন

নির্বাচনের সুষ্ঠু পরিবেশ নেই পার্বত্য চট্টগ্রামে ঃ সন্তু লারমা

॥ নিজস্ব বার্তা পরিবেশক ॥

পাহাড়ে নির্বাচনের সুষ্ঠু পরিবেশ নেই বলে অভিযোগ করেছেন পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির (জেএসএস) সভাপতি জ্যোতিরিন্দ্র বোধিপ্রিয় (সন্তু) লারমা। তাঁর দাবি, পার্বত্যবাসীর মানবাধিকার প্রতিনিয়ত লঙ্ঘিত হচ্ছে। সেখানকার অসহায় মানুষ শ্বাসরুদ্ধকর পরিস্থিতিতে জীবন কাটাতে বাধ্য হচ্ছে। গত ২৯ নভেম্বর সকালে রাজধানীর একটি হোটেলে আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে এসব কথা বলেন সন্তু লারমা। পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তির ২১ বছর পূর্তি উপলক্ষে এই সংবাদ সম্মেলন আয়োজন করা হয়।

১৯৯৭ সালের ২ ডিসেম্বর সরকার ও জনসংহতি সমিতির (জেএসএস) মধ্যে স্বাক্ষরিত ওই চুক্তির মাধ্যমে পার্বত্য এলাকায় দীর্ঘ রক্তক্ষয়ী সংঘাতের অবসান হয়।

সংবাদ সম্মেলনে পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদের চেয়ারম্যান সন্তু লারমা অভিযোগ করেন, সরকারি দল ও আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর যোগসাজশে জেএসএসের সদস্যদের বিরুদ্ধে একের পর এক মিথ্যা মামলা করা হচ্ছে। নেতা-কর্মীদের গ্রেপ্তার ও আটক করে নির্যাতন চালানো হচ্ছে। এর মাধ্যমে পার্বত্য চট্টগ্রামকে জুম্ম জাতিগোষ্ঠীমুক্ত করার চেষ্টা চলছে।

পার্বত্য চুক্তির বাস্তবায়ন প্রসঙ্গে সন্তু লারমা বলেন, সরকার দাবি করছে চুক্তির ৭২টি ধারার মধ্যে ৪৮টি বাস্তবায়িত হয়েছে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে বাস্তবায়িত হয়েছে ২৫টি। তবে এর মধ্যে ভূমি সমস্যার সমাধান, ভারত প্রত্যাগত শরণার্থী ও অভ্যন্তরীণ উদ্বাস্তুদের পুনর্বাসনসহ পার্বত্য চট্টগ্রামের বৈশিষ্ট্য সংরক্ষণের মতো মৌলিক বিষয়গুলোর একটিও বাস্তবায়িত হয়নি।

সংবাদ সম্মেলনে বলা হয়, চুক্তির সঙ্গে সংগতি রক্ষার জন্য পার্বত্য চট্টগ্রামে প্রযোজ্য আইনসমূহ সংশোধন করা হয়নি। পাহাড়ি-বাঙালি স্থায়ী অধিবাসীদের ভোটাধিকারের ভিত্তিতে নির্বাচনের মাধ্যমে আঞ্চলিক ও জেলা পরিষদ গঠিত হয়নি। তিন জেলার প্রশাসন, পুলিশ, ভূমি ও ভূমি ব্যবস্থাপনা, বন ও পরিবেশ, মাধ্যমিক শিক্ষা, পর্যটন, উন্নয়ন প্রভৃতি বিষয় জেলা পরিষদের কাছে হস্তান্তর করা হয়নি।

সন্তু লারমা আরও বলেন, গত ২১ বছরে পার্বত্য চুক্তির বাস্তবায়ন হয়নি। ভবিষ্যতে এই চুক্তির বাস্তবায়ন হবে, এমন আশা এখন আর তিনি করেন না। তিন পার্বত্য জেলার প্রশাসন আওয়ামী লীগের হয়ে কাজ করছে বলে অভিযোগ করেন তিনি। তিনি বলেন, পার্বত্য চট্টগ্রামের মানুষের অধিকার আদায়ের আন্দোলন চালিয়ে যেতে হবে।

ঐক্য ন্যাপের সভাপতি পঙ্কজ ভট্টাচার্য বলেন, নির্বাচন সামনে রেখে সারা দেশে বিরোধী দলের নেতা-কর্মীদের ধরপাকড় করা হচ্ছে। পাহাড়ের মানুষও সেটা থেকে বাইরে না।

সংবাদ সম্মেলনে আরও বক্তব্য দেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক মেজবাহ কামাল, বাংলাদেশ আদিবাসী ফোরামের সাধারণ সম্পাদক সঞ্জীব দ্রং প্রমুখ। তাঁরা পার্বত্য চুক্তির পূর্ণাঙ্গ বাস্তবায়নের দাবি জানান।

বি চি ন্তা

সাঁওতাল-বাঙালির অনন্য ভূমি সংগ্রাম

পঙ্কজ ভট্টাচার্য

বিগত ৬ নভেম্বর অনুষ্ঠিত হয় সাঁওতাল হত্যার দ্বিতীয় বার্ষিকী। ঘটনাস্থল গাইবান্ধার গোবিন্দগঞ্জের বাগদাফার্ম। বহুল আলোচিত বিপুল আলোড়িত ৩ সাঁওতাল হত্যা এবং ২২ জন সাঁওতাল আহতের নৃশংস ঘটনাবলী ঘটে ২০১৬ সনের ৬ নভেম্বর। নারী নির্যাতন ও লুটপাট, সাঁওতাল বাঙালি শিশুদের পুড়িয়ে মাটির সাথে মিশিয়ে দেওয়া হয়। ঐ দুটি দিন এক জোড়া 'কালোদিবস' হয়ে স্মৃতিতে জ্বলজ্বল করছে বাগদাফার্ম সাঁওতাল বাঙালি অনন্য ভূমি সংগ্রামের কুশীলবদের মনের গভীরে। এ দীর্ঘস্থায়ী দাগ যে মুছে যাওয়ার নয়। সাঁওতাল-বাঙালির 'বাপদাদার ভূমিরক্ষার রক্তরঞ্জিত সংগ্রাম রক্তস্রোত ডুবিয়ে দিতে সেদিন মদমত্ততায় মেতেছিলেন স্থানীয় জনপ্রতিনিধি ও প্রশাসন-পুলিশ, তাদের সাথে অক্সিলিয়ারী বাহিনী' হিসেবে ছিল অগ্নিসংযোগ বাহিনী, লুটেরা বাহিনী, ধর্ষক বাহিনী। দুস্কৃতিকারী সজ্জিত উক্ত পুলিশ বাহিনীর নেতৃত্বে ছিলেন পুলিশের ওসি, সিভিল প্রশাসনের ইউএনও, জনপ্রতিনিধি এম,পি আবুল কালাম আজাদ, ইউ,পি চেয়ারম্যান শাকিল আকন্দ বুলবুল প্রমুখরা। উক্ত সমন্বিত বাহিনীগুলোর মধ্যে ছিল চিনিকলের জমি লিজ পাওয়া মধ্যস্বত্ত্বভোগী ও অচল চিনিকলের উচ্ছিষ্টভোগী ও ভাড়াটে দুস্কৃতিরা। মিথ্যাচারের মাত্রাহীনতা এবং বিবেকহীন ভণ্ডামীর এক অনন্য নজির সৃষ্টিতে বৃটিশের বর্বরতা ও পাকিস্তানি হিংস্রতার অনুশীলনে লিপ্ত দ্বিতীয় মুক্তিযুদ্ধের বাংলাদেশ রাষ্ট্রটির মায়মুরুব্বীরা। সৃষ্টি করেন গণশত্রুতার এক কালো অধ্যায়।

একবার ভাবুন তো, এম,পি, ইউপি চেয়ারম্যান ওসি, ইউএনও-র পুলিশ প্রশাসনিক কর্মকর্তা ও তাদের সহযোগী বাহিনীসমূহের শীর্ণকায় জীর্ণবস্ত্রধারী সাঁওতাল ও বাঙালি ভূমিহীনদের উপর এক অসম যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ার ঘটনাটির কথা। দু'জন সাঁওতাল গুলিবিদ্ধ হয়ে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়েছে, গুলিবিদ্ধ ২২ জন সাঁওতাল বাঙালির আর্ত আহাজারিতে বাতাস ভারী হয়ে উঠেছে, পুলিশের সবুট লাথিতে এক গর্ভবতী সাঁওতাল রমণীর সন্তান ভূমিষ্ট হওয়ার দুর্লভ দৃশ্য, তিন পুলিশ পুঙ্গবেরা সাঁওতাল বাড়িঘরে আগুন লাগোনোর মহোৎসব, বুলেটবিদ্ধ আহতদের হ্যান্ডকাফ পড়িয়ে হাসপাতালের বিছানার সাথে বেঁধে রাখার ঔপনিবেশিক ঐহিত্য পালনে কার্পণ্য করেনি গোবিন্দগঞ্জের পুলিশ। সাহিত্যিক ওয়াজেদ আলীর ভাষায় বললে বলতে হয় 'সেই ট্রাডিশন এখনও সমানে চলিতেছে'। বৃটিশ-পাকিস্তান-বাংলাদেশ গণশত্রুতায় যেন এলাকার হয়ে গেছে।

এবার আসুন পূর্বকথা খুঁজি; ১৯৫৫-৫৬ সনে পাকিস্তানি আমলে সাহেবগঞ্জ-বাগদাফার্ম এলাকার ১৫টি সাঁওতাল গ্রাম এবং তিনটি বাঙালি গ্রামের সাড়ে ৪ হাজার বিঘা জমি, স্থাপনা, গাছ ও ফসলের মূল্য বাবদ ৮ লাখ টাকা মাত্র মূল্য দিয়ে 'কেড়ে নেয়া' যা উক্ত জমি। শর্ত থাকে যে, অধিগ্রহণের জমিতে বৃক্ষ ব্যতীত কোন ফসল ফলানো যাবে না, অন্য কোন ফসল ঐ জমিতে ফলানো হলে পূর্বতন মালিকদের হাতে ঐ জমিন ফেরত দিতে হবে। যে চিনিকলের জন্য ঐ রূপ অধিগ্রহণ হয়, সেই চিনিকলটি দুর্নীতির কারণে বন্ধ হয়ে গেলে কর্তৃপক্ষ চুক্তির বরখেলাপ করে আখ চাষের জমিতে ধান-গম-সরিষা, আলু-তামাক-হাইব্রীড গম চাষ, ইটের ভাটায় মাটি বিক্রি, পুকুর কেটে মাছ চাষ করতে থাকে। তদুপরি, ভূমিগ্রাসীদের নিকট কোটি কোটি টাকার বিনিময়ে ঐ জমি লিজ দিতে থাকে দুর্নীতিবাজ কর্তৃপক্ষ। এমনকি ২০১৬ সনে অধিগ্রহণের ভূমিকে 'পরিত্যক্ত' ও 'অব্যবহৃত' আখ্যা দিয়ে বাগদাফার্মের তিন ফসলী জমিতে 'বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চল' গড়ে তোলার প্রস্তাব দেয় জেলা প্রশাসন। তাই বাপ-দাদার জমি উদ্ধারে সাঁওতাল-বাঙালি ন্যায্য দাবিদারা মরীয়া হয়ে উঠবেন এটাই স্বাভাবিক। দুই বছরব্যাপী বাপদাদার জমি উদ্ধারে কর্তৃপক্ষের কুম্ভকর্মের ঘুম ভাঙতে ব্যর্থ হয়ে স্থানীয় এম,পি-ইউপি চেয়ারম্যানের পৃষ্ঠপোষকতায় পূর্ব পুরুষের জমিতে এক হাজারের বেশি কুঁড়েঘর নির্মাণ করে বসবাস করতে থাকেন তারা। এম,পি চেয়ারম্যান সাঁওতালদের সাড়ে ৫ লাখ টাকার তহবিল আত্মসাৎ করে ক্ষান্ত হননি, তারাই সাঁওতাল উচ্ছেদে হত্যায় জেহাদী জোস নিয়ে নামে। বিপ্লবী ফুলমনি মুমু শিক্ষা-সংস্কৃতি কেন্দ্র নামের স্কুলটি পাষণ্ডেরা মাটির সাথে মিশিয়ে দিয়ে তারা নিজেদের হালাকু খানের বংশধর প্রতিপন্ন করে।

ঘুরে দাঁড়াচ্ছে মুক্তিযুদ্ধের বাংলাদেশ
গুলিতে নিহত শ্যামল হেমব্রম, রমেশ টুডু, মঙ্গল মার্ডির লাশ তাদের স্বজনরা মর্যাদার সাথে সৎকার করতে পারেনি, গুরুতর আহত দ্বিজেন টুডু, বিমল কিস্কু, চরেন সরেনদের ক্ষত একদিন হয়ত সারবে কিন্তু আদিবাসীর অন্তরের রক্তক্ষরণ থামবে কি?
গুলিতে নিহত-আহত আদিবাসী-সাঁওতাল ও গরীর বাঙালি নরনারী শিশুরা এখনও খোলা আকাশের নিচে একবস্ত্রে শীত-গ্রীষ্মে-বর্ষার মধ্যে মানবেতর জীবন যাপন করে। চলেছেন দীর্ঘ দু'বছর কিন্তু ভিখারী হতে তারা রাজি হননি। যারা তাদের উপর গুলি চালিয়েছে, ধ্বংস ও লুণ্ঠন করেছে তাদের রক্তমাখা হাত থেকে তারা খাদ্য, বস্ত্র ও অর্থ রিলিফ নিতে অস্বীকার করেন।
এই রূপ নীতিনিষ্ঠ ও সত্য নিষ্ঠসিদ্ধান্ত নিতে যে গরীব মানুষেরা সক্ষমতা দেখাতে পারে তারাই তো প্রকৃত বিপ্লবী–সিধু কানু ফুলমনির যোগ্য উত্তরসুরী।

ঘুরে দাঁড়াচ্ছে মুক্তিযুদ্ধের বাংলাদেশ

গুলিতে নিহত শ্যামল হেমব্রম, রমেশ টুডু, মঙ্গল মার্ডির লাশ তাদের স্বজনরা মর্যাদার সাথে সৎকার করতে পারেনি, গুরুতর আহত দ্বিজেন টুডু, বিমল কিস্কু, চরেন সরেনদের ক্ষত একদিন হয়ত সারবে কিন্তু আদিবাসীর অন্তরের রক্তক্ষরণ থামবে কি?

গুলিতে নিহত-আহত আদিবাসী-সাঁওতাল ও গরীর বাঙালি নরনারী শিশুরা এখনও খোলা আকাশের নিচে একবস্ত্রে শীত-গ্রীষ্মে-বর্ষার মধ্যে মানবেতর জীবন যাপন করে। চলেছেন দীর্ঘ দু'বছর কিন্তু ভিখারী হতে তারা রাজি হননি। যারা তাদের উপর গুলি চালিয়েছে, ধ্বংস ও লুণ্ঠন করেছে তাদের রক্তমাখা হাত থেকে তারা খাদ্য, বস্ত্র ও অর্থ রিলিফ নিতে অস্বীকার করেন। এই রূপ নীতিনিষ্ঠ ও সত্যনিষ্ঠ সিদ্ধান্ত নিতে যে গরীব মানুষেরা সক্ষমতা দেখাতে পারে তারাই তো প্রকৃত বিপ্লবী–সিধু কানু ফুলমনির যোগ্য উত্তরসুরী।

সাঁওতাল হত্যা-নির্যাতন নিয়ে সরব-সোচ্চার ও উচ্চকণ্ঠ আজকের প্রচার মাধ্যম ও সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম এবং রাজনৈতিক সামাজিক-সাংস্কৃতিক ও মানবাধিকার সংগঠনসমূহ অতীতের যে কোন সময়ের চেয়ে বেশি। বাগদা ফার্মের চলমান ভূমি আন্দোলন প্রমাণ করেছে এটা এক ন্যায্য যৌক্তিক ও মানবিক গণসংগ্রাম। আর এই আন্দোলনের শক্তির ভিত্তি ভূমি হোল আদিবাসী-বাঙালি কৃষকের যৌথতা ও ঐক্য। এই আন্দোলন রচনা করেছে অসাম্প্রদায়িকতার এক অনন্য ভিত। ফলে নতুন প্রজন্মের এক উল্লেখযোগ্য অংশ আজ সহৃদয় সহানুভূতি নিয়ে দাঁড়াচ্ছে সাঁওতাল ও গরীব বাঙালির এক সমস্বার্থের সংগ্রামে। ফলে মানুষের মানবিক সম্পর্ক, সমঅধিকার, মর্যাদা প্রতিষ্ঠার ভেতর দিয়ে মুক্তিযুদ্ধের অনেক হারানো অর্জন খুঁজে পুনঃপ্রতিষ্ঠার সম্ভাবনা জোরদার হচ্ছে ক্রমশঃ।

বিগত ৬ নভেম্বর গোবিন্দগঞ্জ শহীদ মিনার চত্বরে এক প্রতিবাদ সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। সাহেবগঞ্জ-বাগদাফার্ম ভূমি উদ্ধার সংগ্রাম কমিটির সভাপতি ফিলিমন বাসকের সভাপতিত্বে সমাবেশে বক্তব্য রাখেন– তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সাবেক উপদেষ্টা ও মানবাধিকার কর্মী এ্যাডভোকেট সুলতানা কামাল, ঐক্য ন্যাপ কেন্দ্রীয় কমিটির সভাপতি পঙ্কজ ভট্টাচার্য, সুপ্রিম কোর্টের (আপিল বিভাগের) অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতির নিজামুল হক নাসিম, এএলআরডির নির্বাহী পরিচালক শামসুল হুদা, সিপিবির প্রেসিডিয়াম সদস্য মিহির ঘোষ, জাতীয় আদিবাসী পরিষদের কেন্দ্রীয় কমিটির সভাপতি রবীন্দ্রনাথ সরেন, বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দল বাসদ নওগাঁ জেলা সমন্বয়ক জয়নাল আবেদিন মুকুল, আদিবাসী-বাঙালি সংহতি পরিষদ গাইবান্দার আহ্বায়ক এ্যাডভোকেট সিরাজুল ইসলাম বাবু, জাসদ রংপুর মহানগর শাখার সভাপতি গৌতম রায়, গাইবান্ধা জেলা জেএসডি সভাপতি লাসেন খান রিন্টু, ভূমি উদ্ধার সংগ্রাম কমিটি সাধারণ সম্পাদক জাফরুল ইসলাম প্রধান, আদিবাসী নেত্রী রিনা মার্ডি, প্রিসিলা মুর্ম, আদিবাসী নেতা বার্নাবাস প্রমুখ।

সমাবেশে বক্তারা বলেন, ৬ নভেম্বর-২০১৬ মহিমাগঞ্জ সুগার মিল কর্তৃপক্ষ বেআইনিভাবে আদিবাসীদের নির্মিত বসতবাড়িতে পুলিশ, প্রশাসনসহ স্থানীয় প্রভাবশালী সন্ত্রাসীদের দ্বারা উচ্ছেদের নামে নিরীহ আদিবাসীদের ওপর হামলা, বসতবাড়ি ভাঙচুর, লুটপাট, অগ্নিসংযোগ এবং বর্বরোচিতভাবে গুলিবর্ষণ করে। গুলিতে ও নির্যাতনে শ্যামল হেমরম, মঙ্গল মার্ডি ও রমেশ টুডু নিহত এবং অনেকেই গুরুতর আহত হন। এদিকে গত বছর ৬ নভেম্বর তিন সাঁওতাল হত্যাকাণ্ডে থমাস হেমব্রম বাদী হয়ে স্থানীয় ৩৩ জনকে আসামি করে একটি হত্যা মামলা দায়ের করেন। কিন্তু দুই বছর পেরিয়ে গেলেও সাঁওতাল হত্যার মূল আসামিদের কাউকেই গ্রেপ্তার করা হয়নি। এছাড়া সাহেবগঞ্জ বাগদা ফার্ম ইক্ষু খামারের সাঁওতালদের বসবাসকৃত ১ হাজার ৮৪২ একর পৈতৃক সম্পত্তি ফেরত দেয়ার ব্যাপারে কোনো অগ্রগতি হয়নি। সমাবেশে অবিলম্বে আদিবাসী সাঁওতালদের পৈতৃক সম্পত্তি ফেরত প্রদান, সাঁওতাল হত্যা, বসতবাড়িতে অগ্নিসংযোগ ও লুটপাটের ঘটনা দায়ী ব্যক্তিদের গ্রেপ্তার ও তাদের বিরুদ্ধে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবি জানানো হয়।

সংখ্যালঘুদের নিরাপত্তা
আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারীদের সজাগ থাকতে হবে

দৈনিক প্রথম আলোর সম্পাদকীয়

বাংলাদেশে নির্বাচনের সময় সংখ্যালঘু সম্প্রদায়গুলোর মধ্যে নিরাপত্তা নিয়ে শঙ্কা-উদ্বেগ দেখা দেয়। কারণ, তাদের নির্বাচনকালীন অভিজ্ঞতা স্বস্তিদায়ক নয়। তারা নির্বাচনের আগের প্রচারণা পর্বে নানান ধরনের ভয়ভীতি ও চাপের শিকার হতে পারে, ভোট গ্রহণের দিন ভোটকেন্দ্রে গিয়ে নিজের পছন্দমতো প্রার্থীকে ভোট দেওয়ার ক্ষেত্রে প্রত্যক্ষ পরোক্ষ বাধার মুখে পড়তে পারে এবং ভোটের পরে আক্রান্ত হতে পারে। কিন্তু আইনের শাসন দ্বারা পরিচালিত কোনো গণতান্ত্রিক দেশে এটা কোনোভাবেই গ্রহণযোগ্য নয়।

জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের চেয়ারম্যান গত মঙ্গলবার ঢাকায় এক নাগরিক সংলাপে দেশের রাজনৈতিক দলগুলোর প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন, তারা যেন নিজ নিজ নির্বাচনী ইশতেহারে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়গুলোর নিরাপত্তার বিষয়টি অন্তর্ভুক্ত করে। তিনি আসন্ন জাতীয় সংসদ নির্বাচনের সময় এ বিষয়ে সতর্ক থাকার জন্য মানবাধিকারকর্মীদের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন। উভয় আহ্বানই যথাযথ ও প্রয়োজনীয়।রাজনৈতিক দলগুলো সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার বিষয়ে আন্তরিক হলে এবং নির্বাচনী ইশতেহারের মাধ্যমে সেই প্রতিশ্রুতি প্রকাশ করলে সংখ্যালঘুদের শঙ্কা-উদ্বেগ কিছুটা লাঘব হতে পারে। যদিও এ দেশে রাজনৈতিক দলগুলো তাদের নির্বাচনী ইশতেহারে ঘোষিত অনেক প্রতিশ্রুতিই পূরণ করে না তবু লিখিত ও মুদ্রিত এই দলিলের অবশ্যই কিছু গুরুত্ব আছে। এটা তাদের জবাবদিহির পথ খোলা রাখে।

গত বুধবার প্রথম আলোয় প্রকাশিত এক প্রতিবেদন অনুযায়ী, দেশের ৩০০টি সংসদীয় আসন বা নির্বাচনী এলাকার মধ্যে ৯৬টিতে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের ভোটার রয়েছেন ১০ শতাংশের বেশি। এর মধ্যে প্রায় ৫৮টি নির্বাচনী এলাকায় নির্বাচনের আগে ও পরে সংখ্যালঘুদের ওপর হামলার ঝুঁকি রয়েছে। গত মঙ্গলবার সেক্টরস কমাণ্ডারস ফোরাম, মুক্তিযোদ্ধা সংসদ, একাত্তরের ঘাতক দালাল নির্মূল কমিটি ও হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদের প্রতিনিধিদের সঙ্গে ১৪ দলের এক বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়েছে। সেখানে তাঁরা নির্বাচনের সময় সংখ্যালঘুদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে নির্বাচন কমিশন ও স্থানীয় প্রশাসনের প্রতি আরও সজাগ থাকার আহ্বান জানিয়েছেন। হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদের সাধারণ সম্পাদক রানা দাশগুপ্ত বলেন, ১৯৯০ সালের পরে বাংলাদেশে অনুষ্ঠিত স্থানীয় ও জাতীয় পর্যায়ের নির্বাচনগুলোর প্রায় প্রতিটির আগে ও পরে সংখ্যালঘুরা নির্যাতনের শিকার হয়েছে। আর এখন, একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের আগে, তাঁরা নিরাপত্তাহীনতার শঙ্কা ও উদ্বেগে ভুগছেন। শঙ্কা-উদ্বেগ থেকে কিছু এলাকার কিছু কিছু সংখ্যালঘু পরিবার দেশত্যাগ করছে বলেও হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদের

পৃষ্ঠা ৩

পার্বত্য চট্টগ্রাম শান্তি চুক্তির পূর্ণ বিবরণ

[পার্বত্য চট্টগ্রাম শান্তি চুক্তি সইয়ের ২১ বছর পূর্তি আগামি ২ ডিসেম্বর। এর মধ্যে দীর্ঘ সময় অতিবাহিত হয়েছে। সরকার দাবি করেছে, চুক্তির ৭২টি ধারার মধ্যে ৪৮টি বাস্তবায়িত হয়েছে। পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতি অভিযোগ করেছে, প্রকৃতপক্ষে বাস্তবায়িত হয়েছে ২৫টি ধারা। মৌলিক বিষয়গুলোর একটিও বাস্তবায়িত হয়নি। এই প্রেক্ষাপটে ১৯৯৭ সালে স্বাক্ষরিত এই চুক্তির পূর্ণ বিবরণ ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হচ্ছে পরিষদ বার্তা'য়]

বাংলাদেশের পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের আওতায় বাংলাদেশের রাষ্ট্রীয় সার্বভৌমত্ব ও অখণ্ডতার প্রতি পূর্ণ ও অবিচল আনুগত্য রাখিয়া পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলে সকল নাগরিকের রাজনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক, শিক্ষা ও অর্থনৈতিক অধিকার সমুন্নত এবং আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন প্রক্রিয়া ত্বরান্বিত করা এবং বাংলাদেশের সকল নাগরিকের স্ব-স্ব অধিকার সংরক্ষণ ও উন্নয়নের লক্ষ্যে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের তরফ হইতে পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক জাতীয় কমিটি এবং পার্বত্য চট্টগ্রাম এলাকার অধিবাসীদের প হইতে পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতি নিম্নে বর্ণিত চারি খন্ড (ক, খ, গ, ঘ) সম্বলিত চুক্তিতে উপনীত হইলেন:

(ক) সাধারণ

১) উভয়পক্ষ পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলকে উপজাতি অধ্যুষিত অঞ্চল হিসাবে বিবেচনা করিয়া এ অঞ্চলের বৈশিষ্ট্য সংরক্ষণ এবং এ অঞ্চলের সার্বিক উন্নয়ন অর্জন করার প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করিয়াছেন;

২) উভয়পক্ষ এ চুক্তির আওতায় যথাশিগগির ইহার বিভিন্ন ধারায় বিবৃত ঐকমত্য ও পালনীয় দায়িত্ব অনুযায়ী সংশ্লিষ্ট আইন, বিধানাবলী, রীতিসমূহ প্রণয়ন, পরিবর্তন, সংশোধন ও সংযোজন আইন মোতাবেক করা হইবে বলিয়া স্থিরীকৃত করিয়াছেন;

৩) এই চুক্তির বাস্তবায়ন প্রক্রিয়া পরিবীক্ষণ করিবার লক্ষ্যে নিম্নে বর্ণিত সদস্য সমন্বয়ে একটি বাস্তবায়ন কমিটি গঠন করা হইবে;

ক) প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক মনোনীত একজন সদস্য : আহ্বায়ক

খ) এই চুক্তির আওতায় গঠিত টাস্কফোর্সের চেয়ারম্যান : সদস্য

গ) পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির সভাপতি : সদস্য

৪) এই চুক্তি উভয়পরে তরফ হইতে সম্পাদিত ও সহি করার তারিখ হইতে বলবৎ হইবে। বলবৎ হইবার তারিখ হইতে এই চুক্তি অনুযায়ী উভয় পক্ষ হইতে সম্পাদনীয় সকল পদক্ষেপ সম্পন্ন না হওয়া পর্যন্ত এই চুক্তি বলবৎ থাকিবে।

(খ) পার্বত্য জেলা স্থানীয় সরকার পরিষদ/পার্বত্য জেলা পরিষদ

উভয়পক্ষ এই চুক্তি বলবৎ হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত বিদ্যমান পার্বত্য জেলা স্থানীয় সরকার পরিষদ আইন, ১৯৮৯ (রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলা স্থানীয় সরকার পরিষদ আইন, ১৯৮৯, বান্দরবন পার্বত্য জেলা স্থানীয় সরকার পরিষদ আইন, ১৯৮৯, খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা স্থানীয় সরকার পরিষদ আইন, ১৯৮৯) এবং-এর বিভিন্ন ধারাসমূহের নিম্নে বর্ণিত পরিবর্তন, সংশোধন, সংযোজন ও অবলোপন করার বিষয়ে ও লক্ষ্যে একমত হইয়াছেন:

১) পরিষদের আইনে বিভিন্ন ধারায় ব্যবহৃত 'উপজাতি' শব্দটি বলবৎ থাকিবে।

২) 'পার্বত্য জেলা স্থানীয় সরকার পরিষদ' এর নাম সংশোধন করিয়া তদপরিবর্তে এই পরিষদ 'পার্বত্য জেলা পরিষদ' নামে অভিহিত হইবে।

৩) 'অ-উপজাতীয় স্থায়ী বাসিন্দা' বলিতে যিনি উপজাতীয় নহেন এবং যাহার পার্বত্য জেলায় বৈধ জায়গা-জমি আছে এবং যিনি পার্বত্য জেলায় সুনির্দিষ্ট ঠিকানায় সাধারণতঃ বসবাস করেন তাহাকে বুঝাইবে।

৪) (ক) প্রতিটি পার্বত্য জেলা পরিষদে মহিলাদের জন্যে ৩ (তিন) টি আসন থাকিবে। এসব আসনের এক-তৃতীয়াংশ (১/৩) অ-উপজাতীয়দের জন্যে হইবে।

(খ) ৪ নম্বর ধারার উপ-ধারা ১, ২, ৩ ও ৪ মূল আইন মোতাবেক বলবৎ থাকিবে।

(গ) ৪ নম্বর ধারার উপ-ধারা (৫)-এর দ্বিতীয় পংক্তিতে অবস্থিত 'ডেপুটি কমিশনার' এবং 'ডেপুটি কমিশনারের' শব্দগুলি পরিবর্তে যথাক্রমে 'সার্কেল চীফ' এবং 'সার্কেল চীফের' শব্দগুলি প্রতিস্থাপিত হইবে।

(ঘ) ৪ নম্বর ধারার নিম্নোক্ত উপ-ধারা সংযোজন করা হইবে 'কোন ব্যক্তি অ-উপজাতীয় কিনা এবং হইলে তিনি কোন সম্প্রদায়ের সদস্য তাহা সংশ্লিষ্ট মৌজার হেডম্যান/ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান/পৌর সভার চেয়ারম্যান কর্তৃক প্রদত্ত সার্টিফিকেট দাখিল সাপেক্ষে সংশ্লিষ্ট সার্কেলের চীফ স্থির করিবেন এবং এতদসম্পর্কে সার্কেল চীফের নিকট হইতে প্রাপ্ত সার্টিফিকেট ব্যতীত কোন ব্যক্তি অ-উপজাতীয় হিসাবে কোন অ-উপজাতীয় সদস্য পদের জন্যে প্রার্থী হইতে পারিবেন না।

৫) ৭ নম্বর ধারায় বর্ণিত আছে যে, চেয়ারম্যান বা কোন সদস্য পদে নির্বাচিত ব্যক্তি তাহার কার্যক্রম গ্রহণের পূর্বে চট্টগ্রাম বিভাগের কমিশনারের সম্মুখে শপথ গ্রহণ বা ঘোষণা করিবেন। ইহা সংশোধন করিয়া 'চট্টগ্রাম বিভাগের কমিশনার'-এর পরিবর্তে 'হাই কোর্ট ডিভিশনের কোন বিচারপতি' কর্তৃক সদস্যরা শপথ গ্রহণ বা ঘোষণা করিবেন- অংশটুকু সন্নিবেশ করা হইবে।

৬) ৮ নম্বর ধারার চতুর্থ পংক্তিতে অবস্থিত 'চট্টগ্রাম বিভাগের কমিশনারের নিকট' শব্দগুলির পরিবর্তে 'নির্বাচন বিধি অনুসারে' শব্দগুলি প্রতিস্থাপন করা হইবে।

৭) ১০ নম্বর ধারার দ্বিতীয় পংক্তিতে অবস্থিত 'তিন বৎসর' শব্দগুলির পরিবর্তে 'পাঁচ বৎসর' শব্দগুলি প্রতিস্থাপন করা হইবে।

৮) ১৪ নম্বর ধারায় চেয়ারম্যানের পদ কোন কারণে শূন্য হইলে বা তাহার অনুপস্থিতিতে পরিষদের অন্যান্য সদস্যদের দ্বারা নির্বাচিত একজন উপজাতীয় সদস্য সভাপতিত্ব করিবেন এবং অন্যান্য দায়িত্ব পালন করিবেন বলিয়া বিধান থাকিবে।

৯) বিদ্যমান ১৭নং ধারা নিম্নে উল্লেখিত বাক্যগুলি দ্বারা প্রতিস্থাপিত হইবে: আইনের আওতায় কোন ব্যক্তি ভোটার তালিকাভুক্ত হওয়ার যোগ্য বলিয়া বিবেচিত হইতে পারিবেন, যদি তিনি- (১) বাংলাদেশের নাগরিক হন; (২) তাহার বয়স ১৮ বৎসরের কম না হয়; (৩) কোন উপযুক্ত আদালত তাহাকে মানসিকভাবে অসুস্থ ঘোষণা না করিয়া থাকেন; (৪) তিনি পার্বত্য জেলার স্থায়ী বাসিন্দা হন।

১০) ২০ নম্বর ধারার (২) উপ-ধারায় 'নির্বাচনী এলাকা নির্ধারণ' শব্দগুলি স্বতন্ত্রভাবে সংযোজন করা হইবে।

১১) ২৫ নম্বর ধারার উপ-ধারা (২) এ পরিষদের সকল সভায় চেয়ারম্যান এবং তাহার অনুপস্থিতিতে অন্যান্য সদস্যগণ কর্তৃক নির্বাচিত একজন উপজাতীয় সদস্য সভাপতিত্ব করিবেন বলিয়া বিধান থাকিবে।

১২) যেহেতু খাগড়াছড়ি জেলার সমস্ত অঞ্চল মং সার্কেলের অন্তর্ভুক্ত নহে, সেহেতু খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলার আইনে ২৬ নম্বর ধারায় বর্ণিত 'খাগড়াছড়ি মং চীফ'-এর পরিবর্তে 'মং সার্কেলের চীফ এবং চাকমা সার্কেলের চীফ' শব্দগুলি প্রতিস্থাপন করা হইবে। অনুরূপভাবে রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলা পরিষদের সভায় বোমাং সার্কেলের চীফেরও উপস্থিত থাকার সুযোগ রাখা হইবে। একইভাবে বান্দরবন জেলা পরিষদের সভায় বোমাং সার্কেলের চীফ ইচ্ছা করিলে বা আমন্ত্রিত হইলে পরিষদের সভায় যোগদান করিতে পারিবেন বলিয়া বিধান রাখা হইবে।

১৩) ৩১ নম্বর উপ-ধারা (১) ও উপ-ধারা (২) এ পরিষদে সরকারের উপ-সচিব সমতুল্য একজন মুখ্য নির্বাহী কর্মকর্তা সচিব হিসাবে থাকিবেন এবং এই পদে উপজাতীয় কর্মকর্তাদের অগ্রাধিকার প্রদান করা হইবে বলিয়া বিধান থাকিবে।

১৪) (ক) ৩২ নম্বর ধারার উপ-ধারা (১) এ পরিষদের কার্যাদি সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনের নিমিত্ত পরিষদ সরকারের অনুমোদনক্রমে, বিভিন্ন শ্রেণীর কর্মকর্তা ও কর্মচারির পদ সৃষ্টি করিতে পারিবে বলিয়া বিধান থাকিবে।

(খ) ৩২ নম্বর ধারার উপ-ধারা (২) সংশোধন করিয়া নিম্নোক্তভাবে প্রণয়ন করা হইবে ঃ 'পরিষদ প্রবিধান অনুযায়ী তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণীর পদে কর্মচারী নিয়োগ করিতে পারিবেন এবং তাহাদেরকে বদলি ও সাময়িক বরখাস্ত, বরখাস্ত, অপসারণ বা অন্য কোন প্রকার শাস্তি প্রদান করিতে পারিবে। তবে শর্ত থাকে যে, উক্ত নিয়োগের ক্ষেত্রে জেলার উপজাতীয় বাসিন্দাদের অগ্রাধিকার বজায় রাখিতে হইবে'।

(গ) ৩২ নম্বর ধারার উপ-ধারা (৩) এ পরিষদের অন্যান্য পদে সরকার পরিষদের পরামর্শক্রমে বিধি অনুযায়ী কর্মকর্তা নিয়োগ করিতে পারিবে এবং এই সকল কর্মকর্তাকে সরকার অন্যত্র বদলি, সাময়িক বরখাস্ত, বরখাস্ত, অপসারণ অথবা অন্য কোন প্রকার শাস্তি প্রদান করিতে পারিবে বলিয়া বিধান থাকিবে।

১৫) ৩৩ নম্বর ধারার উপ-ধারা (৩) এ বিধি অনুযায়ী হইবে বলিয়া উল্লেখ থাকিবে।

১৬) ৩৬ নম্বর ধারার উপ-ধারা (১) এর তৃতীয় পংক্তিতে অবস্তি 'অথবা সরকার কর্তৃক নির্ধারিত অন্য কোন প্রকার' শব্দগুলি বিলুপ্ত করা হইবে।

১৭) (ক) ৩৭ নম্বর ধারার (১) উপ-ধারার চতুর্থতঃ এর মূল আইন বলবৎ থাকিবে।

(খ) ৩৭ নম্বর ধারার (২) উপ-ধারা (ঘ)-তে বিধি অনুযায়ী হইবে বলিয়া উল্লেখিত হইবে।

১৮) ৩৮ নম্বর ধারার উপ-ধারা (৩) বাতিল করা হইবে এবং উপ-ধারা (৪) সংশোধন করিয়া নিম্নোক্তভাবে এই উপ-ধারা প্রণয়ন করা হইবে ঃ কোন অর্থ-বৎসর শেষ হইবার পূর্বে যে কোন সময় সেই অর্থ-বৎসরের জন্যে, প্রয়োজন হইলে, একটি বাজেট প্রণয়ন ও অনুমোদন করা যাইবে।

১৯) ৪২ নম্বর ধারার নিম্নোক্ত উপ-ধারা সংযোজন করা হইবে: পরিষদ সরকার হইতে প্রাপ্য অর্থে হস্তান্তরিত বিষয়সমূহের উন্নয়ন প্রকল্প প্রণয়ন গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করিতে পারিবে, এবং জাতীয় পর্যায়ে গৃহীত সকল উন্নয়ন কার্যক্রম পরিষদের মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগ/প্রতিষ্ঠান বাস্তবায়ন করিবে।

২০) ৪৫ নম্বর ধারার উপ-ধারা (২) এর দ্বিতীয় পংক্তিতে অবস্থিত 'সরকার' শব্দটির পরিবর্তে 'পরিষদ' শব্দটি প্রতিস্থাপন করা হইবে।

২১) ৫০, ৫১ ও ৫২ নম্বর ধারাগুলি বাতিল করিয়া তদপরিবর্তে নিম্নোক্ত ধারা প্রণয়ন করা হইবে : এই আইনের উদ্দেশ্যের সহিত পরিষদের কার্যকলাপের সামঞ্জস্য সাধনের নিশ্চয়তা বিধানকল্পে সরকার প্রয়োজনে পরিষদকে পরামর্শ প্রদান বা অনুশাসন করিতে পারিবে। সরকার যদি নিশ্চিতভাবে এইরূপ প্রমাণ লাভ করিয়া থাকে যে, পরিষদ বা পরিষদের পক্ষে কৃত বা প্রস্তাবিত কোন কাজ-কর্ম আইনের সহিত সংগতিপূর্ণ নহে অথবা জনস্বার্থের পরিপন্থী তাহা হইলে সরকার লিখিতভাবে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে পরিষদের নিকট হইতে তথ্য ও ব্যাখ্যা চাহিতে পারিবে এবং পরামর্শ বা নির্দেশ প্রদান করিতে পারিবে।

২২) ৫৩ ধারার (৩) উপ-ধারার 'বাতিল থাকার মেয়াদ শেষ হইলে' শব্দগুলি বাতিল করিয়া তদপরিবর্তে 'এই আইন' শব্দটির পূর্বে 'পরিষদ বাতিল হইলে নব্বই দিনের মধ্যে' শব্দগুলি সন্নিবেশ করা হইবে।

২৩) ৬১ নম্বর ধারার তৃতীয় ও চতুর্থ পংক্তিতে অবস্থিত 'সরকারের' শব্দটির পরিবর্তে 'মন্ত্রণালয়ের' শব্দটি প্রতিস্থাপন করা হইবে।

২৪) (ক) ৬২ নম্বর ধারার উপ-ধারা (১) সংশোধন করিয়া নিম্নোক্তভাবে এই উপ-ধারাটি প্রণয়ন করা হইবে : আপাততঃ বলবৎ অন্য কোন আইনে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, পার্বত্য জেলা পুলিশের সাব-ইন্সপেক্টর ও তদনিম্ন স্তরের সকল সদস্য প্রবিধান দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে পরিষদ কর্তৃক নিযুক্ত হইবেন এবং পরিষদ তাহাদের বদলি ও প্রবিধান দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে তাহাদের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে পারিবে। তবে শর্ত থাকে যে, উক্ত নিয়োগের ক্ষেত্রে জেলার উপজাতীয়দের অগ্রাধিকার বজায় রাখিতে হইবে।

(খ) ৬২ নম্বর ধারার উপ-ধারা (৩) এর দ্বিতীয় পংক্তিতে অবস্থিত আপাততঃ বলবৎ অন্য সকল আইনের বিধান সাপেক্ষে শব্দগুলি বাতিল করিয়া তদপরিবর্তে 'যথা আইন ও বিধি অনুযায়ী' শব্দগুলো প্রতিস্থাপন করা হইবে।

২৫) ৬৩ নম্বর ধারার তৃতীয় পংক্তিতে অবস্থিত 'সহায়তা দান করা' শব্দগুলি বলবৎ থাকিবে।

২৬) ৬৪ নম্বর ধারা সংশোধন করিয়া নিম্নোক্তভাবে এই ধারাটি প্রণয়ন করা হইবে :

(ক) আপাততঃ বলবৎ অন্য কোন আইনে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, পার্বত্য জেলার এলাকাধীন বন্দোবস্তযোগ্য খাসজমিসহ কোন জায়গা-জমি পরিষদের পূর্বানুমোদন ব্যতিরেকে ইজারা প্রদানসহ বন্দোবস্ত, ক্রয়, বিক্রয় ও হস্তান্তর করা যাইবে না।

তবে শর্ত থাকে যে, রতি (বনাঞ্চল, কাপ্তাই জলবিদ্যুৎ প্রকল্প এলাকা, বেতবুনিয়া ভূ-উপগ্রহ এলাকা, রাষ্ট্রীয় শিল্প কারখানা ও সরকারের নামে রেকর্ডকৃত ভূমির ক্ষেত্রে এ বিধান প্রযোজ্য হইবে না।

(খ) আপাততঃ বলবৎ অন্য কোন আইনে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, পার্বত্য জেলা পরিষদের নিয়ন্ত্রণ ও আওতাধীন কোন প"কারের জমি, পাহাড় ও বনাঞ্চল পরিষদের সাথে আলোচনা ও ইহার সম্মতি ব্যতিরেকে সরকার কর্তৃক অধিগ্রহণ ও হস্তান্তর করা যাইবে না।

(গ) পরিষদ হেডম্যান, চেইনম্যান, পৃষ্ঠা ৬

রাজাকার স্বাধীনতাবিরোধী ও সাম্প্রদায়িকতামুক্ত সংসদ চাই

তৃতীয় পৃষ্ঠার পর

আহ্বান জানাই। একই সাথে এও আহ্বান জানাই, সংখ্যালঘু মন্ত্রণালয় ও জাতীয় সংখ্যালঘু কমিশন গঠন, সংখ্যালঘু সুরক্ষা আইন প্রণয়ন, অর্পিত সম্পত্তি প্রত্যর্পণ আইনের যথাযথ বাস্তবায়ন, সমতলের আদিবাসীদের জন্যে ভূমি কমিশন গঠন, বর্ণবৈষম্য বিলোপ আইন প্রণয়ন এবং পার্বত্য ভূমি বিরোধ নিষ্পত্তি আইনের বাস্তবায়নসহ পার্বত্য শান্তিচুক্তি পূর্ণ বাস্তবায়নেও নির্বাচনী ইশতেহারে প্রতিশ্রুতি দিতে হবে।

সংবাদ সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন কাজল দেবনাথ, সাংবাদিক বাসুদেব ধর, জয়ন্ত সেন দীপু, মিলন কান্তি দত্ত, মঞ্জু ধর, নৃপেন্দ্র চন্দ্র মণ্ডল, মনীন্দ্র কুমার নাথ, এ্যাড. তাপস কুমার পাল প্রমুখ।

পার্বত্য চট্টগ্রাম শান্তি চুক্তির পূর্ণ বিবরণ

পঞ্চম পৃষ্ঠার পর

আমিন, সার্ভেয়ার, কানুনগো ও সহকারী কমিশনার (ভূমি)দের কার্যাদি তত্ত্বাবধান ও নিয়ন্ত্রণ করিতে পারিবে।

(ঘ) কাপ্তাই হ্রদের জলে ভাসা জমি অগ্রাধিকার ভিত্তিতে জমির মূল মালিকদেরকে বন্দোবস্ত দেয়া হইবে।

২৭) ৬৫ নম্বর ধারা সংশোধন করিয়া নিম্নোক্তভাবে এই ধারা প্রণয়ন করা হইবে। আপাততঃ বলবৎ অন্য কোন আইনে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, জেলার ভূমি উন্নয়ন কর আদায়ের দায়িত্ব পরিষদের হস্তে ন্যস্ত থাকিবে এবং জেলায় আদায়কৃত উক্ত কর পরিষদের তহবিলে থাকিবে।

২৮) ৬৭ নম্বর ধারা সংশোধন করিয়া নিম্নোক্তভাবে এই ধারা প্রণয়ন করা হইবে : পরিষদে এবং সরকারী কর্তৃপক্ষের কার্যাবলীর মধ্যে সমন্বয়ের প্রয়োজন দেখা দিলে সরকার বা পরিষদ নির্দিষ্ট বিষয়ে প্রস্তাব উত্থাপন করিবে এবং পরিষদ ও সরকারের মধ্যে পারস্পরিক যোগাযোগের মাধ্যমে কাজের সমন্বয় বিধান করা যাইবে।

২৯) ৬৮ নম্বর ধারার উপ-ধারা (১) সংশোধন করিয়া নিম্নোক্তভাবে এই উপ-ধারা প্রণয়ন করা হইবে : এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে সরকার, সরকারী গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা পরিষদের সাথে আলোচনাক্রমে বিধি প্রণয়ন করিতে পারিবে এবং কোন বিধি প্রণীত হওয়ার পরেও উক্ত বিধি পুনর্বিবেচনার্থে পরিষদ কর্তৃক সরকারের নিকট আবেদন করিবার বিশেষ অধিকার থাকিবে।

৩০) (ক) ৬৯ ধারার উপ-ধারা (১) এর প্রথম ও দ্বিতীয় পংক্তিতে অবস্থিত 'সরকারের পূর্বানুমোদনক্রমে' শব্দগুলি বিলুপ্ত এবং তৃতীয় পংক্তিতে অবস্থিত 'করিতে পারিবে' এই শব্দগুলির পরে নিম্নোক্ত অংশটুকু সন্নিবেশ করা হইবে ঃ তবে শর্ত থাকে যে, প্রণীত প্রবিধানের কোন অংশ সম্পর্কে সরকার যদি মতভিন্নতা পোষণ করে তাহা হইলে সরকার উক্ত প্রবিধান সংশোধনের জন্য পরামর্শ দিতে বা অনুশাসন করিতে পারিবে।

(খ) ৬৯ নম্বর ধারার উপ-ধারা (২) এর (হ) এ উল্লেখিত 'পরিষদের কোন কর্মকর্তাকে চেয়ারম্যানের মতা অর্পণ' এই শব্দগুলি বিলুপ্ত করা হইবে।

৩১) ৭০ নম্বর ধারা বিলুপ্ত করা হইবে।

৩২) ৭৯ নম্বর ধারা সংশোধন করিয়া নিম্নোক্তভাবে এই ধারা প্রণয়ন করা হইবে : পার্বত্য জেলায় প্রযোজ্য জাতীয় সংসদ বা অন্য কোন কর্তৃপক্ষ গৃহীত কোন আইন পরিষদের বিবেচনায় উক্ত জেলার জন্য কষ্টকর হইলে বা উপজাতীয়দের জন্যে আপত্তিকর হইলে পরিষদ উহা কষ্টকর বা আপত্তিকর হওয়ার কারণ ব্যক্ত করিয়া আইনটির সংশোধন বা প্রয়োগ শিথিল করিবার জন্যে সরকারের নিকট লিখিত আবেদন পেশ করিতে পারিবে এবং সরকার এই আবেদন অনুযায়ী প্রতিকারমূলক পদক্ষেপ গ্রহণ করিতে পারিবে।

৩৩) (ক) প্রথম তফসিল বর্ণিত পরিষদের কার্যাবলীর ১ নম্বরে 'শৃঙ্খলা' শব্দটির পরে 'তত্ত্বাবধান' শব্দটি সন্নিবেশ করা হইবে।

(খ) পরিষদের কার্যাবলীর ৩ নম্বরে নিম্নোক্ত বিষয়সমূহ সংযোজন করা হইবে: (১) বৃত্তিমূলক শিক্ষা, (২) মাতৃভাষার মাধ্যমে প্রাথমিক শিক্ষা, (৩) মাধ্যমিক শিক্ষা।

(গ) প্রথম তফসিলে পরিষদের কার্যাবলীর ৬(খ) উপ-ধারায় 'সংরতি বা' শব্দগুলি বিলুপ্ত করা হইবে।

৩৪) পার্বত্য জেলা পরিষদের কার্য ও দায়িত্বাদির মধ্যে নিম্নে উল্লেখিত বিষয়াবলী অন্তর্ভুক্ত হইবে ঃ

ক) ভূমি ও ভূমি ব্যবস্থাপনা;

খ) পুলিশ (স্থানীয়);

গ) উপজাতীয় আইন ও সামাজিক বিচার;

ঘ) যুব কল্যাণ;

[পরবর্তী সংখ্যায়]

১২ শতাংশ ভোটারকে উপেক্ষা করে রাজনৈতিক ক্ষমতায়ন

প্রথম পৃষ্ঠার পর

অনুষ্ঠিত বর্ধিত সভার কার্যবিবরণী পেশ করেন সংগঠনের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক মনীন্দ্র কুমার নাথ এবং তা যথারীতি অনুমোদিত হয়। এরপর সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক এ্যাড. রাণা দাশগুপ্ত লিখিত প্রতিবেদন উপস্থাপন করেন। এই প্রতিবেদনের উপর আলোচনায় অংশ নেন দীপক কুমার রায় (ঠাকুরগাঁও), দিলীপ নাগ (ব্রাহ্মণবাড়ীয়া), রমেন বণিক (জামালপুর), এ্যাড. কিশোর রঞ্জন মন্ডল, উত্তম কুমার দাস (পটুয়াখালী), বীরেন্দ্র নাথ ঘোষ (খুলনা), পংকজ সাহা (যুব ঐক্য পরিষদ), স্বপন রায় (রংপুর), শুকদেব নাথ তপন (ফেনী), রবীন্দ্র নাথ সরকার (গোপালগঞ্জ), বিশ্বজিৎ সাধু (সাতক্ষীরা), মৃণাল রায় (নীলফামারী), এস. আর. বাড়ৈ, রঞ্জন কর্মকার, মিলন কান্তি দত্ত, সজল বরণ সেন (খাগড়াছড়ি), সাগর কুমার দাস (রাজবাড়ী), সুশান্ত দত্ত (চট্টগ্রাম মহানগর), এ্যাড. তাপস কুমার পাল, এ্যাড. প্রদীপ ভট্টাচার্য (সিলেট), চিত্ত রঞ্জন দাস (নওগাঁ), আশুরঞ্জন দাশ(মৌলভীবাজার), এ্যাড. বিকাশ রায় (ময়মনসিংহ), এ্যাড. গৌতম দাস (বরিশাল), নির্মল রোজারিও, প্রদীপ চক্রবর্তী (সুনামগঞ্জ), রতন লাল ভৌমিক (লক্ষ্মীপুর), রঞ্জন সরকার (নরসিংদী), শ্যামল দে (মাদারীপুর), অসীম কুমার ঘোষ (রাজশাহী), কমান্ডার গোপীনাথ দাস (নারায়ণগঞ্জ), রাহুল বড়ুয়া (যুব ঐক্য পরিষদ), সুনীল চক্রবর্তী (দিনাজপুর), চন্দন কুমার রায় (কুমিল্লা), এ্যাড. প্রিয়রঞ্জন দত্ত, সুপ্রিয়া ভট্টাচার্য (মহিলা ঐক্য পরিষদ) প্রমুখ। সংগঠনের অন্যতম সভাপতি হিউবার্ট গোমেজ উপস্থিত সবাইকে ধন্যবাদ জানান। উত্তম কুমার চক্রবর্তী ও প্রিয়া সাহা সভা পরিচালনা করেন।

সভায় আগামি একাদশ সংসদ নির্বাচন নিয়ে ধর্মীয়-জাতিগত সংখ্যালঘু জনগোষ্ঠীর করণীয় বিষয়ে ব্যাপক আলোচনা হয় এবং আলোচনার শেষ পর্যায়ে প্রস্তাবাবলী চূড়ান্তকরণের জন্য হিউবার্ট গোমেজ, ড. নিমচন্দ্র ভৌমিক, কাজল দেবনাথ, বাসুদেব ধর, মিলন কান্তি দত্ত, এ্যাড. সুব্রত চৌধুরী, নির্মল রোজারিও, জয়ন্তী রায়, মঞ্জু ধর, মনীন্দ্র কুমার নাথ, জয়ন্ত কুমার দেব, রঞ্জন কর্মকার, এ্যাড. তাপস কুমার পাল, নির্মল কুমার চ্যাটার্জী, এ্যাড. শ্যামল রায়, সুনন্দপ্রিয় ভিক্ষু ও এ্যাড. রানা দাশগুপ্তের উপর দায়িত্ব অর্পণ করা হয়। এর পরদিন অর্থাৎ ১০ নভেম্বর বিকেল ৪.৩০টায় সংগঠন কার্যালয়ে সিদ্ধান্ত চূড়ান্তকরণ বৈঠকে সর্বসম্মতিক্রমে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় যে, আগামি সংসদ নির্বাচনে নিজ নিজ রাজনৈতিক দলের নেতা ও কর্মী হিসেবে নির্বাচনী প্রচার-প্রচারণায় অংশগ্রহণকালে ঐক্য পরিষদের কোন পর্যায়ের নেতা ও কর্মী সংগঠনের পদবী, সংগঠনের ব্যানার বা সংগঠনকে ব্যবহার করতে পারবে না। এতে জনমনে সংগঠন নিয়ে বিভ্রান্তি সৃষ্টির অবকাশ থাকবে না।

বর্ধিত সভা আগামি সংসদ নির্বাচনের আগে অন্যুন দেশের ৮টি বিভাগীয় সদরে বিভাগীয় কর্মিসভা/প্রতিনিধিসভা আয়োজনের মাধ্যমে সংগঠনের নিম্নোক্ত বক্তব্য উপস্থাপনের সিদ্ধান্ত নিয়েছে-

'আমরা চাই রাজাকার, স্বাধীনতাবিরোধী ও সাম্প্রদায়িকতামুক্ত জাতীয় সংসদ যেখানে নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিরা প্রত্যক্ষে-পরোক্ষে নিপীড়কের ভূমিকা পালন করবেন না, সাম্প্রদায়িকতা ও মৌলবাদীতাকে লালন বা আশ্রয়-প্রশ্রয় দেবেন না, গণতান্ত্রিক অসাম্প্রদায়িক ধর্মনিরপেক্ষ বাংলাদেশ পুনঃপ্রতিষ্ঠায় জীবন উৎসর্গে কার্পণ্য করবেন না, রাজনীতিকে ব্যক্তিস্বার্থে ব্যবহার করবেন না। মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় গণতান্ত্রিক অভিযাত্রা অব্যাহত রাখার সংগ্রামে আমরা অতীতেও ছিলাম, আছি ও থাকবো। কিন্তু তা-ই বলে প্রায় তিন কোটি ধর্মীয়-জাতিগত সংখ্যালঘু ও আদিবাসী জনগোষ্ঠীর স্বার্থ ও অধিকারকে বিকিয়ে দিয়ে নয়। দুঃখজনক হলেও সত্য, বৃটিশ ও পাকিস্তান আমল থেকে অদ্যাবধি গণতন্ত্র, অগ্রগতি, প্রগতি ও সমৃদ্ধির জন্যে এত আত্মত্যাগ স্বত্বেও রাষ্ট্র ও রাজনীতি একে আজ পর্যন্ত যথাযথ বিবেচনায় আনার প্রয়োজন মনে করে নি। কেউ আপদ, কেউ বা বিপদ ভেবে তাদের সাথে বৈষম্যমূলক আচরণ করতে দ্বিধা করে নি। জনগণনার দিক থেকে হিন্দু, বৌদ্ধ, খ্রিস্টান ও আদিবাসী সম্প্রদায় 'সংখ্যালঘু' কিন্তু রাষ্ট্র ও রাজনীতি সম-অধিকার ও সম-মর্যাদাসম্পন্ন নাগরিক হিসেবে তাদের দেখতে চায়নি, দেখতে চেয়েছে দ্বিতীয় শ্রেণির নাগরিক হিসেবে। আমরা আজও দৃঢ়তার সাথে বলতে চাই, পাকিস্তানি আমলের মতো 'রাষ্ট্রীয় সংখ্যালঘু' হিসেবে বেঁচে থাকার জন্যে ৭১-এ মুক্তিযুদ্ধ করি নি, সীমাহীন আত্মত্যাগ করি নি, নির্বিচারে ধ্বংসযজ্ঞ ও গণহত্যার শিকার হইনি। জাতীয় সংহতি তথা জাতীয় মুক্তির সংগ্রামকে এগিয়ে নেয়ার তাগিদে রাষ্ট্রীয় ও রাজনৈতিক স্বার্থে আমাদের এ অবদানের যথাযথ স্বীকৃতি ও মূল্যায়ন আজ বড় বেশী প্রয়োজন হয়ে পড়েছে। দ্বিধাহীন চিত্তে বলতে চাই, দেশের ১২% ভোটারকে উপেক্ষা করে, পাশ কাটিয়ে কোন রাজনৈতিক দল ও জোটের ক্ষমতায়ন যেমনি সম্ভব নয় তেমনি মুক্তিযুদ্ধের বাংলাদেশের বিনির্মাণও অসম্ভব। কেননা, ভোটের রাজনীতিতে এরা-ই হলো নিয়ামক শক্তি। জনগণের প্রতি আমাদের আহ্বান- আসুন, আগামি সংসদ নির্বাচনে সবাই মিলে সাম্প্রদায়িক শক্তিকে বর্জন করি। আর সংখ্যালঘু-আদিবাসী জনগোষ্ঠীর বিরুদ্ধে পরিচালিত যে কোন ধরণের বৈষম্য ও নির্যাতনের বিরুদ্ধে জাতীয় ও স্থানীয়ভাবে প্রতিরোধ গড়ে তুলি। সাম্প্রদায়িক শক্তিকে কোন ছাড় দেবেন না- এ আমাদের অনুরোধ।

সভায় ২৩ নভেম্বর সিলেট মহানগর, ২৭ নভেম্বর চট্টগ্রাম মহানগর, ৩০ নভেম্বর ময়মনসিংহ মহানগর, ০৭ ডিসেম্বর বরিশাল মহানগর, ০৮ ডিসেম্বর খুলনা মহানগর, ১৪ ডিসেম্বর রাজশাহী মহানগর, ১৫ ডিসেম্বর রংপুর মহানগর এবং সর্বশেষে ঢাকা মহানগরে কর্মীসভা/মতবিনিময় সভা আয়োজনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়।

এ বর্ধিত সভায় রাজনৈতিক দল ও জোট থেকে নির্বাচনে প্রার্থীর নাম ঘোষণার পর ঘোষিত তালিকায় সংখ্যালঘু স্বার্থবিরোধী কোন প্রার্থীর নাম চিহ্নিত হলে তাকে ভোটদানে বিরত থাকার বিষয়ে নির্বাচনী এলাকার সংগঠনের নেতৃবৃন্দের সাথে যোগাযোগে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণের নিমিত্তে কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদকের উপর দায়িত্ব অর্পণ করা হয়।

এছাড়া সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির উপর নাগরিক সমাজের পক্ষ থেকে গৃহীতব্য নানান কার্যক্রমে কেন্দ্র থেকে তৃণমূল পর্যন্ত ঐক্য পরিষদ ও এর অঙ্গসংগঠনসমূহের অংশগ্রহণের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়।

এ বর্ধিত সভায় রাজনৈতিক দল ও জোটসমূহের ঘোষিত ও প্রকাশিত নির্বাচনী ইশতেহার পর্যালোচনান্তে এ ব্যাপারে সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও তা সকল পর্যায়ের সাংগঠনিক কমিটি ও নেতৃবৃন্দকে স্থায়ী কমিটির সাথে আলোচনাক্রমে অবহিতকরণের দায়িত্ব কেন্দ্রীয় কমিটির সাধারণ সম্পাদকের উপর অর্পণ করা হয়। একই সাথে বিভিন্ন রাজনৈতিক দল ও জোটের ইশতেহার প্রণয়নে যিনি বা যারা সার্বিক দায়িত্বে আছেন তিনি বা তাদের সাথে কেন্দ্রীয়ভাবে অনতিবিলম্বে মতবিনিময়ের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়।

গত ১৫ ডিসেম্বর মহিলা ঐক্য পরিষদের সিলেট ওসমানিনগর উপজেলা শাখার অভিষেক অনুষ্ঠান ছবি পরিষদ বার্তা

রাজাকার স্বাধীনতাবিরোধী ও সাম্প্রদায়িকতামুক্ত সংসদ চাই

প্রথম পৃষ্ঠার পর

এক সংবাদ সম্মেলনে একথা বলা হয়। লিখিত বক্তব্য উপস্থাপন করেন ঐক্য পরিষদের সাধারণ সম্পাদক এ্যাড. রানা দাশগুপ্ত। লিখিত বক্তব্যে বলা হয়, মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় গণতান্ত্রিক অভিযাত্রা অব্যাহত রাখার সংগ্রামে আমরা অতীতেও ছিলাম, আছি ও থাকবো। কিন্তু তা-ই বলে প্রায় আড়াই কোটি ধর্মীয়-জাতিগত সংখ্যালঘু ও আদিবাসী জনগোষ্ঠীর স্বার্থ ও অধিকারকে বিকিয়ে দিয়ে নয়। দুঃখজনক হলেও সত্য, বৃটিশ ও পাকিস্তান আমল থেকে অদ্যাবধি গণতন্ত্র, অগ্রগতি, প্রগতি ও সমৃদ্ধির জন্যে এত আত্মত্যাগ স্বত্বেও রাষ্ট্র ও রাজনীতি বিষয়টিকে আজ পর্যন্ত যথাযথ বিবেচনায় আনার প্রয়োজন মনে করেনি। কেউ আপদ, কেউ বা বিপদ ভেবে তাদের সাথে বৈষম্যমূলক আচরণ করতে দ্বিধা করেনি। জনগণনার দিক থেকে হিন্দু, বৌদ্ধ, খ্রিস্টান ও আদিবাসী সম্প্রদায় 'সংখ্যালঘু' কিন্তু রাষ্ট্র ও রাজনীতি সম-অধিকার ও সম-মর্যাদাসম্পন্ন নাগরিক হিসেবে তাদের দেখতে চায়নি, দেখতে চেয়েছে দ্বিতীয় শ্রেণির নাগরিক হিসেবে। আমরা আজও দৃঢ়তার সাথে বলতে চাই, পাকিস্তানি আমলের মতো 'রাষ্ট্রীয় সংখ্যালঘু' হিসেবে বেঁচে থাকার জন্যে আমরা জাতির জনক বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে ৭১-এ মুক্তিযুদ্ধ করিনি, সীমাহীন আত্মত্যাগ করিনি, নির্বিচারে ধ্বংসযজ্ঞ ও গণহত্যার শিকার হইনি। জাতীয় সংহতি তথা জাতীয় মুক্তির সংগ্রামকে এগিয়ে নেয়ার তাগিদে রাষ্ট্রীয় ও রাজনৈতিক স্বার্থে আমাদের এ অবদানের যথাযথ স্বীকৃতি ও মূল্যায়ন আজ বড় বেশি প্রয়োজন হয়ে পড়েছে। দ্বিধাহীন চিত্তে বলতে চাই, দেশের ১২% ভোটারকে উপেক্ষা করে, পাশ কাটিয়ে কোন রাজনৈতিক দল ও জোটের ক্ষমতায়ন যেমনি সম্ভব নয় তেমনি মুক্তিযুদ্ধের বাংলাদেশ বিনির্মাণও অসম্ভব। কেননা, ভোটের রাজনীতিতে এরা-ই হলো নিয়ামক শক্তি। আপনাদের মাধ্যমে জনগণের প্রতি আমাদের আহ্বান– আসুন, আগামি সংসদ নির্বাচনে সবাই মিলে সাম্প্রদায়িক শক্তিকে বর্জন করি। আর সংখ্যালঘু-আদিবাসী জনগোষ্ঠীর বিরুদ্ধে পরিচালিত যে কোন ধরণের বৈষম্য ও নির্যাতনের বিরুদ্ধে জাতীয় ও স্থানীয়ভাবে প্রতিরোধ গড়ে তুলি।

ঐক্য পরিষদের বক্তব্যে বলা হয়, নির্বাচনকে সামনে রেখে সকল রাজনৈতিক দল ও জোটের মিলিত উদ্যোগে উৎসবের আবহ তৈরী হলেও এদেশের ধর্মীয়-জাতিগত সংখ্যালঘু জনগোষ্ঠী শংকা ও উদ্বেগ থেকে মুক্ত হতে পারছে না। নব্বই পরবর্তী ব্যতিক্রম বাদে স্থানীয় ও জাতীয় পর্যায়ের যতগুলো নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়েছে তা সংখ্যালঘু জনজীবনে আসে বিপর্যয় ও হাহাকার নিয়ে। তাই নির্বাচন অনেকের কাছে উৎসব হয়ে এলেও এদের কাছে আসে শংকা ও উদ্বেগের কারণ হিসেবে। এহেন শংকা ও উদ্বেগ থেকে মুক্ত করার দায়িত্ব সরকার, নির্বাচন কমিশন এবং সকল রাজনৈতিক দল ও জোটকে ঐক্যবদ্ধভাবেই নিতে হবে। আমরা ইতোমধ্যে সংখ্যালঘু জনগোষ্ঠীর নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের কাছে নির্বাচন কমিশনের নির্দেশনাকে আজকের এ সংবাদ সম্মেলন থেকে স্বাগত জানাই। কিন্তু তারপরও নির্বাচনকালীন সময়ে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি রক্ষা ও সংখ্যালঘুদের নিরাপত্তা বিধান নিশ্চিত করার জন্যে সাম্প্রদায়িক সহিংসতাকারীদের বিরুদ্ধে জিরো টলারেন্সের ঘোষণা দেয়ার জন্যে নির্বাচন কমিশন, সরকার ও আইন-শৃংখলা রক্ষাকারী কর্তৃপক্ষের কাছে জোর দাবি জানাই। একই সাথে নির্বাচনে অংশগ্রহণকারী প্রতিটি দল ও জোটকেও এ ব্যাপারে তাদের সুস্পষ্ট প্রতিশ্রুতি আপামর দেশবাসীর সামনে ব্যক্ত করার জন্যে উদাত্ত আহবান জানাই। ঐক্য পরিষদ বলেছে, আমরা দুঃখের সাথে লক্ষ্য করেছি, প্রায় প্রতিটি নির্বাচনের প্রাক্কালে নির্বাচন কমিশন অতীতে সংখ্যালঘুদের নিরাপত্তা নিশ্চিতের প্রতিশ্রুতি দিলেও কখনো তা রক্ষা করা হয়নি। আশা করি, এবারে তার ব্যত্যয় ঘটবে। নির্বাচন কমিশনের কাছে আমাদের আহ্বান নির্বাচনে ধর্ম ও সাম্প্রদায়িকতার ব্যবহার, মসজিদ-মন্দির-প্যাগোডা-গীর্জাসহ সকল ধর্মীয় উপাসনালয়কে নির্বাচনী কর্মকান্ডে ব্যবহার নিষিদ্ধ করতে হবে। কোন প্রার্থী বা তার পক্ষে কেউ নির্বাচনকালে সাম্প্রদায়িক উস্কানিমূলক কোন বক্তব্য, বিবৃতি প্রদান করলে বা স্লোগান দিলে তার বিরুদ্ধে নির্বাচন কমিশনকে দৃশ্যমানভাবে আইনানুগ পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে।

ঐক্য পরিষদের পক্ষ থেকে বলা হয়, ইতোমধ্যে প্রায় সব রাজনৈতিক দল ও জোটের প্রার্থীরা মনোনয়নপত্র জমা দিয়েছেন। রাজনৈতিক দল ও জোটের কাছে আহ্বান জানাই, এমন কাউকে আপনারা মনোনয়ন দেবেন না যারা ইতোপূর্বে জনপ্রতিনিধি হয়ে ও থেকে ধর্মীয়-জাতিগত সংখ্যালঘু ও আদিবাসী জনগোষ্ঠীর স্বার্থবিরোধী কোনরূপ কর্মকান্ডে প্রত্যক্ষে বা পরোক্ষে লিপ্ত ছিলেন বা আছেন। এমন কাউকে প্রার্থী করা হলে তবে সেই নির্বাচনী এলাকায় পৃষ্ঠা ৩

সংবাদ সম্মেলনে নেতৃবৃন্দ

ছবি পরিষদ বার্তা

নির্বাচনী ইশতেহারে মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় বাংলাদেশ গড়ার স্পষ্ট রূপরেখা থাকতে হবে

অষ্টম পৃষ্ঠার পর

নেতৃত্বপ্রদানকারী চার মহান নেতার নৃশংস হত্যাকান্ডের পর সংবিধান থেকে 'ধর্মনিরপেক্ষতা', 'বাঙালি জাতীয়তাবাদ' ও 'সমাজতন্ত্র' মুছে ফেলা সহ ধর্মের নামে রাজনীতির উপর যে নিষেধাজ্ঞা ছিল তা প্রত্যাহার করে সংবিধানসহ সমাজ ও রাজনীতির যে মৌলবাদীকরণ ও সাম্প্রদায়িকীকরণ হয়েছে, সেই কলঙ্ক থেকে আজও আমরা মুক্ত হতে পারিনি।

ঐক্য পরিষদ ও নির্মূল কমিটি বলেছে, মুক্তিযুদ্ধের অহংকার যারা হৃদয়ে ধারণ করেন তারা কখনও চাইবেন না ৩০ লক্ষ শহীদের রক্তের মূল্যে, ৫ লক্ষাধিক নারীর চরম লাঞ্ছনা ও ত্যাগের মূল্যে যে জাতীয় সংসদ আমরা অর্জন করেছি, সেই পবিত্র সংসদ কোনও স্বাধীনতাবিরোধী, মানবতাবিরোধী অপরাধী, রাজাকার, ভূমিদস্যু, দুর্নীতিবাজ, মৌলবাদী, সাম্প্রদায়িক ব্যক্তির পদচারণায় কলঙ্কিত হোক। একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের প্রাক্কালে আমরা সকল রাজনৈতিক দলের নিকট আহ্বান জানিয়েছিলাম মুক্তিযুদ্ধের বিরোধিতাকারী, মানবতার বিরুদ্ধে অপরাধী কিংবা মৌলবাদী ও সাম্প্রদায়িক সন্ত্রাসের সঙ্গে যুক্ত কোনও ব্যক্তিকে যেন মনোনয়ন দেয়া না হয়।নির্বাচন কমিশনকে আমরা বলেছিলাম, যেহেতু জামায়াতে ইসলামী '৭১-এর গণহত্যাকারীদের দল, যে দলের গঠনতন্ত্র আমাদের সংবিধানের সঙ্গে সাংঘর্ষিক হওয়ার কারণে উচ্চতর আদালত ও নির্বাচন কমিশন এই দলকে নির্বাচনে অংশগ্রহনের অযোগ্য ঘোষণা করেছে– এই দলের কোনও সদস্য যেন নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে না পারে। দুর্ভাগ্যের বিষয় আমাদের প্রত্যাশা পূরণ হয়নি।

আরও বলা হয়, ছোট বড় সকল রাজনৈতিক দল নির্বাচনের প্রস্তুতি গ্রহণ করছে। আশা করি আগামি সপ্তাহে বড় রাজনৈতিক দলের জোটগুলো তাদের নির্বাচনী ইশতেহার ঘোষণা করবে। ক্ষমতায় গেলে তারা বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের পাশাপাশি ধর্ম-বর্ণ-জাতিসত্তা-ভাষা-লিঙ্গ-বিত্ত-অঞ্চল নির্বিশেষে সকল নাগরিকের সমান অধিকার ও মর্যাদা প্রতিষ্ঠার জন্য কী করবেন তা দেখার জন্য দেশবাসী গভীর আগ্রহের সঙ্গে অপেক্ষা করছেন। আমরা আশা করব মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় বাংলাদেশ গড়ার রূপরেখা সকল জোট ও দলের নির্বাচনে স্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হবে। ধর্মীয় সংখ্যালঘু ও ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর প্রান্তিক মানুষের সমঅধিকার ও মর্যাদা রক্ষার জন্য আমরা নির্দিষ্টভাবে কিছু দাবি আপনাদের মাধ্যমে রাজনৈতিক দলসমূহসহ দেশবাসীর নিকট তুলে ধরতে চাই, যা রাজনৈতিক দল ও জোটসমূহের নির্বাচনী ইশতেহারে থাকবে– এটা আমাদের প্রত্যাশা। আমরা চাই–

১) সকল রাজনৈতিক দল ও জোট এই মর্মে ঘোষণা প্রদান করবে– তারা কখনও সাম্প্রদায়িক রাজনীতি ও সন্ত্রাসকে প্রশ্রয় দেবে না এবং ক্ষমতায় গেলে মৌলবাদ ও সাম্প্রদায়িক সন্ত্রাস কঠোরভাবে দমন করা হবে।

২) প্রচলিত ফৌজদারি দণ্ডবিধি অনুযায়ী যেহেতু সাম্প্রদায়িক সন্ত্রাসের মতো সামাজিক দুর্যোগকালে সংঘটিত অপরাধের বিচার সম্ভব নয়, সেহেতু সাম্প্রদায়িক সন্ত্রাসের ভিকটিমদের ন্যায়বিচার নিশ্চিতকরণের পাশাপাশি অপরাধীদের শাস্তির জন্য আমরা 'সংখ্যালঘু সুরক্ষা আইন' প্রণয়নের দাবি জানাচ্ছি।

৩) সংখ্যালঘু ধর্মীয় সম্প্রদায়, ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী এবং দলিত ও হরিজন সম্প্রদায়ের মানুষ প্রতিনিয়ত বিভিন্ন ধরনের বৈষম্য, পীড়ন ও লাঞ্ছনার শিকার হন। এসব সমস্যা নিরসনের জন্য 'জাতীয় সংখ্যালঘু কমিশন' এবং 'সংখ্যালঘু কল্যাণ মন্ত্রণালয়' গঠনের জন্য আমরা দীর্ঘকাল ধরে আন্দোলন করছি। আমরা আশা করব নির্বাচনী ইশতেহারসমূহে আমাদের এ দাবি পূরণের ঘোষণা থাকবে।

৪) সরকারি চাকরিতে কোটাপ্রথা সংস্কারের জন্য ছাত্রসমাজের দীর্ঘদিনের আন্দোলনের প্রেক্ষিতে বর্তমান সরকার যেভাবে তা সংস্কার করেছে– মুক্তিযোদ্ধাদের সন্তানরা এবং অনগ্রসর প্রান্তিক জনগোষ্ঠী তার বিরোধিতা করেছেন। আমরা দাবি করছি মুক্তিযোদ্ধাদের সন্তানদের জন্য অন্ততপক্ষে ১৫% এবং অনগ্রসর জনগোষ্ঠী– হরিজন, দলিত, ঋষি, মালো সম্প্রদায়, প্রতিবন্ধী, তৃতীয় লিঙ্গ, ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর সন্তানদের শিক্ষাগত যোগ্যতা অনুযায়ী ৫% কোটা থাকতে হবে।

৫। আমরা 'পার্বত্য শান্তিচুক্তি' এবং 'পার্বত্য ভূমিবিরোধ নিষ্পত্তিকরণ আইন' দ্রুত বাস্তবায়নের দাবি জানাচ্ছি।

৬। ধর্মীয়-জাতিগত সংখ্যালঘু স্বার্থবান্ধব 'অর্পিত সম্পত্তি প্রত্যর্পণ আইন' দ্রুত বাস্তবায়নের দাবি জানাচ্ছি।

৭। আমরা মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় অসাম্প্রদায়িক ও মানবিক শিক্ষানীতি এবং নারীর সমঅধিকার মর্যাদা রক্ষার জন্য যুগোপযোগী নারী নীতি প্রণয়নের দাবি জানাচ্ছি।

৮। তরুণ প্রজন্মকে জঙ্গী মৌলবাদী সন্ত্রাস এবং সাম্প্রদায়িকতার প্রভাব থেকে মুক্ত রাখার জন্য মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় সংস্কৃতি নীতি প্রণয়নের দাবি জানাচ্ছি।

৯। মন্ত্রী পরিষদ,সামরিক ও অসামরিক প্রশাসন এবং বিভিন্ন সাংবিধানিক ও সরকারি, আধা-সরকারি প্রতিষ্ঠানে সংখ্যালঘু ধর্মীয় ও এথনিক সম্প্রদায় এবং অনগ্রসর দলিত ও হরিজন সম্প্রদায়ের জনসংখ্যা ও যোগ্যতা অনুযায়ী প্রতিনিধিত্ব, ক্ষমতায়ন ও অংশীদারিত্ব দাবি করছি।

১০। '৭১-এর গণহত্যাকারী, মানবতাবিরোধী অপরাধী ও যুদ্ধাপরাধীদের বিচার প্রক্রিয়া চলমান রাখতে হবে এবং দুই বা ততোধিক ট্রাইব্যুনাল গঠন করে ২০২৪ সালের ভেতর তা সম্পন্ন করতে হবে। এই সময়ের ভেতর গণহত্যাকারীদের সকল সংগঠন এবং পাকিস্তানি যুদ্ধাপরাধীদের বিচারেরও দাবি জানাচ্ছি।

১১। আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল যেহেতু জামায়াতে ইসলামীকে গণহত্যার দায়ে অপরাধী সংগঠন হিসেবে ঘোষণা করেছে এবং উচ্চতর আদালত এই দলকে নির্বাচনের অযোগ্য ঘোষণা করেছে; সেহেতু আমরা জঙ্গী মৌলবাদীদের গডফাদার সন্ত্রাসী এই দলটি নিষিদ্ধ ঘোষণার দাবি জানাচ্ছি।

১২। সংবিধানে বর্ণিত রাষ্ট্রের চার মূলনীতির সঙ্গে সাংঘর্ষিক সকল আইন ও প্রথা বিলোপের দাবি জানাচ্ছি।

পরিষদ বার্তা
নভেম্বর ২০১৮

১৪ দলের সঙ্গে বৈঠক

সংখ্যালঘুদের ওপর হামলা-নির্যাতনকারীদের মনোনয়ন না দেওয়ার আহ্বান

।। নিজস্ব বার্তা পরিবেশক ।।

গত ২০ নভেম্বর বঙ্গবন্ধু এভেনিউতে আওয়ামী লীগের কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে ১৪ দলের নেতৃবৃন্দের সঙ্গে সেক্টর কমান্ডারস্ ফোরাম, একাত্তরের ঘাতক দালাল নির্মূল কমিটি, মুক্তিযোদ্ধা সংসদ ও বিভিন্ন মুক্তিযোদ্ধা সংগঠন এবং বাংলাদেশ হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদ প্রতিনিধিদের এক বৈঠকে নির্বাচনের আগে ও পরে ধর্মীয় ও জাতিগত সংখ্যালঘুদের ওপর হামলার বিষয়টি আলোচনায় উঠে আসে। বৈঠকে নির্বাচনকে সামনে রেখে বিজয়ের মাস ডিসেম্বরে সারাদেশে বিজয় মঞ্চ স্থাপন করে মুক্তিযুদ্ধের চেতনাকে তুলে ধরার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়।

আলোচনায় অংশ নিয়ে বাংলাদেশ হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদের সাধারণ সম্পাদক এ্যাড. রানা দাশগুপ্ত সংখ্যালঘুদের ওপর বিভিন্ন সময়ে হামলা-নির্যাতন চালিয়েছে এমন ব্যক্তিদের মনোনয়ন না দিতে আওয়ামী লীগ নেতৃত্বাধীন ১৪ দলের নেতৃবৃন্দের প্রতি আহ্বান জানান। তিনি বলেন, সংখ্যালঘু সম্প্রদায় রাজাকার, স্বাধীনতা বিরোধী ও সাম্প্রদায়িকতামুক্ত জাতীয় সংসদ দেখতে চায়। ক্ষমতাসীন দল ও জোটের কিছু সাংসদ ও নেতা আদর্শচ্যুত হয়েছেন। ব্যক্তিস্বার্থে মুক্তিযুদ্ধের আদর্শবিরোধী কাজে লিপ্ত ছিলেন তারা। এসব ব্যক্তি মনোনয়ন পেলে ধর্মীয় ও জাতিগত সংখ্যালঘুরা ঐসব এলাকায় ভোটদানে বিরত থাকবে। রানা দাশগুপ্ত স্পষ্ট করে বলেন, সংখ্যালঘুদের ওপর হামলাকারীদের মনোনয়ন দেয়া হলে, তাহলে আমাদের পক্ষে ভোট দেওয়া কতটা সম্ভব হবে, তা বলতে পারবেন না। তিনি বলেন, নির্বাচন নিয়ে সংখ্যালঘুরা উদ্বেগ ও শঙ্কার মধ্যে আছে। অভিজ্ঞতায় দেখা গেছে, '৯০ পরবর্তী যতগুলো স্থানীয় ও জাতীয় পর্যায়ের নির্বাচন হয়েছে, প্রায় প্রতিটি নির্বাচনের আগে-পরে সংখ্যালঘুদের ওপর হামলা ও নির্যাতন হয়েছে। আগামি নির্বাচনে নিরাপত্তার শঙ্কা থেকে বিভিন্ন এলাকার কয়েকটি সংখ্যালঘু পরিবার দেশত্যাগ করেছে। তারা নির্বাচনের ফলাফল দেখার পর দেশে ফিরে আসার কথা ভাবছে। পরিষদের কাছে এই ধরনের খবর আসছে।

একাত্তরের ঘাতক দালাল নির্মূল কমিটির সভাপতি শাহরিয়ার কবির বলেন, দেশের ৩০০টি সংসদীয় আসনের মধ্যে ৯৬টিতে সংখ্যালঘু ভোটার রয়েছেন ১০ শতাংশের বেশি। এর মধ্যে প্রায় ৫৮টি নির্বাচনী এলাকায় (আসন) সংখ্যালঘুদের ওপর হামলার ঝুঁকি রয়েছে। এসব এলাকায় নির্বাচনের আগে ও পরে যাতে কোনো ধরনের সহিংসতা না ঘটে সে জন্য এখন থেকেই নির্বাচন কমিশন (ইসি) ও স্থানীয় প্রশাসনকে আরও সজাগ থাকতে হবে। তিনি বলেন, বর্তমান সাংসদদের অনেকে সাম্প্রদায়িক শক্তির সঙ্গে যুক্ত। সন্ত্রাস ও মাদকের সঙ্গে সম্পৃক্ত। এরা জনবিচ্ছিন্ন। এদের মনোনয়ন দেওয়া হলে কর্মীরা কাজ পৃষ্ঠা ২

কেন্দ্রীয় মনিটরিং সেল গঠিত

।। নিজস্ব বার্তা পরিবেশক ।।

গত ১০ নভেম্বর ঐক্য পরিষদের স্থায়ী কমিটির জরুরি সভায় গত ৯ নভেম্বর তারিখের বর্ধিত সভায় যেসব সিদ্ধান্তাবলী চূড়ান্ত হয় তা পর্যালোচনা করা হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন সভাপতিমণ্ডলীর সদস্য কাজল দেবনাথ।

সভায় কাজল দেবনাথকে আহ্বায়ক, নির্মল রোজারিও, মনীন্দ্র কুমার নাথ, এ্যাড. তাপস কুমার পাল, নির্মল কুমার চ্যাটার্জী, সুনন্দপ্রিয় ভিক্ষু, প্রিয়া সাহা, উত্তম কুমার চক্রবর্তী, দীপংকর ঘোষকে সদস্য করে কেন্দ্রীয় মনিটরিং সেল গঠন করা হয় এবং এ সংক্রান্ত সংবাদ তৃণমূল পর্যন্ত অবহিতকরণের নিমিত্তে জেলা/মহানগর কমিটির বরাবরে সার্কুলার পাঠানোর সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়।

এনডিআই প্রতিনিধিদলের সাথে বৈঠক শেষে এ্যাড. রানা দাশগুপ্ত, আরোমা দত্ত ও অশোক বড়ুয়া ছবি : পরিষদ বার্তা

প্রসঙ্গ আসন্ন নির্বাচন

বৈদেশিক শাখাসমূহের নেতৃবৃন্দের সাথে কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের টেলিসংলাপ

।। বিশেষ প্রতিনিধি ।।

গত ১০ নভেম্বর, বাংলাদেশ হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদের কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দের সাথে বৈদেশিক শাখাসমূহের নেতৃবৃন্দ ও শুভানুধ্যায়ীদের প্রায় দু' ঘন্টা ব্যাপী টেলিসংলাপ অনুষ্ঠিত হয়।

সংলাপের শুরুতে কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক এ্যাডভোকেট রানা দাশগুপ্ত গত ০৯ নভেম্বর, সংগঠনের জাতীয় উপদেষ্টা পরিষদ ও কেন্দ্রীয় কমিটির যৌথ বর্ধিত সভায় গৃহীত সিদ্ধান্তাবলী তাদেরকে অবহিত করেন। তিনি এ মর্মে আশা প্রকাশ করেন যে, আগামি একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনকে ঘিরে যদি কোন সাম্প্রদায়িক পরিস্থিতির সৃষ্টি হয় তবে পারস্পরিক আলাপ আলোচনার ভিত্তিতে তা থেকে উত্তরণ সময়ের বিবেচনায় অপরিহার্য। বৈদেশিক শাখাসমূহের নেতৃবৃন্দ ও শুভানুধ্যায়ীগণ সংগঠনের কেন্দ্রীয় কমিটির যাবতীয় কার্যাবলীতে গভীর সন্তোষ প্রকাশ করেন এবং আগামি জাতীয় সংসদ নির্বাচনের পূর্বাপর কি করণীয় সে ব্যাপারে তাঁদের অভিমত ও পৃষ্ঠা ২

ঐক্য পরিষদ ও ঘাতক দালাল নির্মূল কমিটির যৌথ সংবাদ সম্মেলন

নির্বাচনী ইশতেহারে মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় বাংলাদেশ গড়ার স্পষ্ট রূপরেখা থাকতে হবে

॥ নিজস্ব বার্তা পরিবেশক ॥

বাংলাদেশ হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদ ও একাত্তরের ঘাতক দালাল নির্মূল কমিটির এক যৌথ সংবাদ সম্মেলনে রাজনৈতিক দল ও জোটসমূহের নির্বাচনী ইশতেহারে মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় বাংলাদেশ গড়ার রূপরেখা স্পষ্টভাবে উল্লেখ করার আশ্বাস জানিয়েছে।

গত ২৯ নভেম্বর জাতীয় প্রেস ক্লাবে এই যৌথ সংবাদ সম্মেলনের আয়োজন করা হয়। লিখিত বক্তব্য উপস্থাপন করেন বাংলাদেশ হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদের সাধারণ সম্পাদক এ্যাড. রানা দাশগুপ্ত। সাংবাদিকদের বিভিন্ন প্রশ্নের জবাব দেন একাত্তরের ঘাতক দালাল নির্মূল কমিটির সভাপতি শাহরিয়ার কবির। বক্তব্য রাখেন সম্মিলিত ইসলামী জোটের আহবায়ক মওলানা জিয়াউল হাসান, পুরোহিত রণজিত চক্রবর্তী, সাভারের ধরেন্ডা ধর্মপল্লীর ফাদার অ্যালবার্ট টি রোজারিও ও বাংলাদেশ হরিজন পরিষদের নেত্রী সুচিত্রা রানী ভক্ত। সংবাদ সম্মেলনে ১২ দফা দাবি জানানো হয়। লিখিত বক্তব্যে বলা হয়, দেশের সকল নাগরিকের মতো আমরা আশা করি এ নির্বাচন গণতন্ত্রে বিশ্বাসী সকল রাজনৈতিক জোটের অধীনে সর্বাধিক সংখ্যক দল যেমন অংশগ্রহণ করছে, একইভাবে সর্বোচ্চ সংখ্যক নির্বাচকমন্ডলী তাদের ভোটাধিকার প্রয়োগ করবেন। আমরা আশা করব আগামি নির্বাচনে ২০০১ ও ২০১৪-এর মতো সাম্প্রদায়িক সন্ত্রাসের কোনও ঘটনা ঘটবে না।

লিখিত বক্তব্যে বলা হয়, বাংলাদেশ হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদের নেতৃত্বাধীন বাংলাদেশের ধর্মীয় জাতিগত সংখ্যালঘুদের সংগঠনসমূহের জাতীয় সমন্বয় কমিটি এবং মৌলবাদ ও সাম্প্রদায়িকতাবিরোধী বৃহত্তম সামাজিক সংগঠন 'একাত্তরের ঘাতক দালাল নির্মূল কমিটি' দীর্ঘকাল ধরে মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় বাংলাদেশ গড়ার জন্য আন্দোলন করছে। তিরিশ লক্ষ শহীদের রক্তের মূল্যে অর্জিত ধর্মনিরপেক্ষ গণতান্ত্রিক বাংলাদেশে ধর্মের নামে শোষণ, পীড়ন, বঞ্চনা থাকবে না– এটা সকলের কাম্য। মুক্তিযুদ্ধের পর স্বাধীন বাংলাদেশের সংবিধানে গণতন্ত্র, সমাজতন্ত্র,ধর্মনিরপেক্ষতা ও জাতীয়তাবাদকে প্রজাতন্ত্রের মূলনীতি হিসেবে গ্রহণের পাশাপাশি ধর্মের নামে হানাহানি, বৈষম্য ও নির্যাতন অবসানের জন্য ধর্মের নামে রাজনীতি নিষিদ্ধ করা হয়েছিল। দেশ ও জাতির জন্য অত্যন্ত দুর্ভাগ্যের বিষয় হচ্ছে ১৯৭৫-এ জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এবং মুক্তিযুদ্ধে পৃষ্ঠা ৭

উপদেষ্টা : অধ্যাপক ড. অজয় রায় **সম্পাদক :** বাসুদেব ধর e-mail : parishadbarta@gmail.com Website : www.bhbcop.org
বাংলাদেশ হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদ, দারুস সালাম আর্কেড, ১৪ পুরানা পল্টন, ৯ম তলা, ঢাকা থেকে প্রকাশিত। মোবাইল : ০১৭১২২৭৪৫৩২ ০১৭১৫১৫৮৩৩২